Globalization – A New Avenue to Women Empowerment

Dulal Kumar Basu & Manikuntala Basu

In ancient India women enjoyed equal status with men in all fields of life. They were educated in early vedic period. They were free to select their husband. They used to enjoy equal status and rights during early vedic period. But the status of women began to decline with Smritis (esp. Manusmriti in 200 BC.) and with the Islamic invasion of Babur and of the Mughal empire and later Christianity curtailing women's freedom and rights. It can be traced from one of the sayings of Manusmriti that goes like this – "In childhood a female must be subject to her father, in youth to her husband, when her lord is dead to her sons". It means woman is undeserving for independence. Since then the women in India began to face confinement and restrictions.

Gradually with the passing of times the social status of women deteriorated particularly from medieval period when Sati, Child marriages and ban on widow remarriages became part of social life in India. The Muslim conquest in the Indian subcontinent brought purdah practice in the Indian society. In some parts of India, the Devdasis or the temple women were sexually exploited, polygamy was widely practiced esp. among Hindu Kshatriya rulers and in many Muslim families women were restricted to zenana areas.

Practically speaking, patriarchal and social pressures like caste based discrimination and social restrictions, lack of education, inadequate access to productive resources, perennial poverty, insufficient advancement facilities and powerlessness in all spheres of life have plagued the lives of Indian women with little respite. Socially the majority of Indian women is still tradition bound and is in a disadvantageous position.

With this social background in view, this paper tries to give an overview of what are the pros as comparing to the cons for women empowerment in India in

Early Marriage: A Critical Review on the Contemporary Society comparing with the Traditional Society
Tahsina Ferdous & Mohammad Ismail Bhuiyan 113-125

Sexual Violence against Women in Armed Conflict: A Dark Stain over Collective Humanity
Masood Ahmad & S. M. Amir Ali 126-132

Crying need for Criminalization of Marital Rape
Girish Kumar Sarova 133-144

Human Rights Violence against Women in Jharkhand
Sanjay Kumar 145-155

Women Health in India: Challenges Ahead
Anita Modi 156-160

Globalization: A New Avenue to Women Empowerment
Dulal Kumar Basu & Manikuntala Basu 161-167

Estimation of an Index to measure Women Empowerment: West Bengal District Level Analysis
Sangita Bhattacharya 168-174

Women Empowerment & Social Change
Lt. R. P. Gawande 175-179

Empowerment and Decision making Power of Rural Women in Bangladesh: A Household level Analysis
Matiur Rahman & Shishir Reza 180-187

Sustainable Development Goals: Realizing Gender Equality through Quality Education in Nepal
Kedar P. Acharya 188-206

Issues and Challenges relating to Higher Education of Women in Uttar Pradesh
Susmita Mondal 207-213

Gender and Career Consciousness of Women Administrators in Higher Education
K. Manimekalai 214-225

Gender Responsive School Environment: As a potential mediator for addressing Gender Inequalities
Eisha Verma 226-234

List of Contributors.....

Aliva Mohanty Department of School of Women's Studies Utkal University, Odisha	**Kanchana R Menikdiwela** Guest Faculty of Psychology University of Peradeniya, Sri Lanka
B.D.D Pathirana Department of Psychology University of Peradeniya, Sri Lanka	**Kedar P. Acharya** Executive (UGC), Nepal
Rupan Dhillon Department of Psychology Guru Nanak Dev University Amritsar	**R. Hariharan** Department of Economics Alagappa Government Arts College Karaikudi , Tamilnadu
Tahiti Sarkar Department of History Raiganj University West Bengal	**Sujata Mukhopadhyay** Guest Faculty PG Diploma in Media Studies, Film and Television University of Calcutta, West Bengal
Dipti Baghel Department of Computer Science Raipur Institute of Technology, Raipur, CG	**S. K. Indurkar** Institute of Management Pt. R. S.University, Raipur, Chhattisgarh
Md. Ariful Islam Varendra University Rajshahi Bangladesh	**Dulal Kumar Basu** Department of Commerce (Retd.) Rani Dhanya Kumari College Murshidabad, West Bengal
Md. Aminul Islam Department of Sociology University of Rajshahi Rajshahi, Bangladesh	**Laksman Chandra Ojha** Department of History Prabhat Kumar College Contai, West Bengal
Masood Ahmad Faculty of Law Aligarh Muslim University Murshidabad Centre, West Bengal	**Jhuma Paul** Department of Philosophy Bijoy Krishna Girls College Howrah, West Bengal
Girish Kumar Sarova Advocate Delhi High Court, New Delhi	**Eati Rani Biswas** Assistant Teacher, Suktagram Govt. Primary School Narail, Bangladesh
Anita Modi Department of Economics Govt. College.Khetri Rajasthan	**S.M. Aamir Ali** Law Student Aligarh Muslim University Murshid- abad Centre, West Bengal
Manikuntala Basu Department of Bengali Sagardighi KKS Mahavidyalaya Murshidabad, West Bengal	**Sanjay Kumar** Research Scholar University Department of Sociology Ranchi University, Ranchi, Jharkhand
Matiur Rahman Research Consultant, Human Development Research Centre (HDRC) Dhaka, Bangladesh	**Sangita Bhattacharya** Dumdum Motijheel Rabindra Ma- havidyalaya West Bengal

ISBN: 978-93-87631-08-3 (Hardback)

© 2018 Editors.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical or means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage and retrieval system without permission in writing from the publishers.

Printed/Published by:
Delton Publishing House (P) Ltd.
14/1/2, Ground Floor, Street No. 2,
A-1 Block, Kamal Vihar, Burari, Delhi-110084
Tel.: +91-11-32541232 • Mobile: +91-9582603539
Website: www.dphouse.in
E-mail: info@dphouse.in, editordph@gmail.com

Associated Publishers
A H Development Publishing House
143 New Market, Dhaka-1205 Bangladesh

Printed and bound in India By
Replika Press Pvt. Ltd.

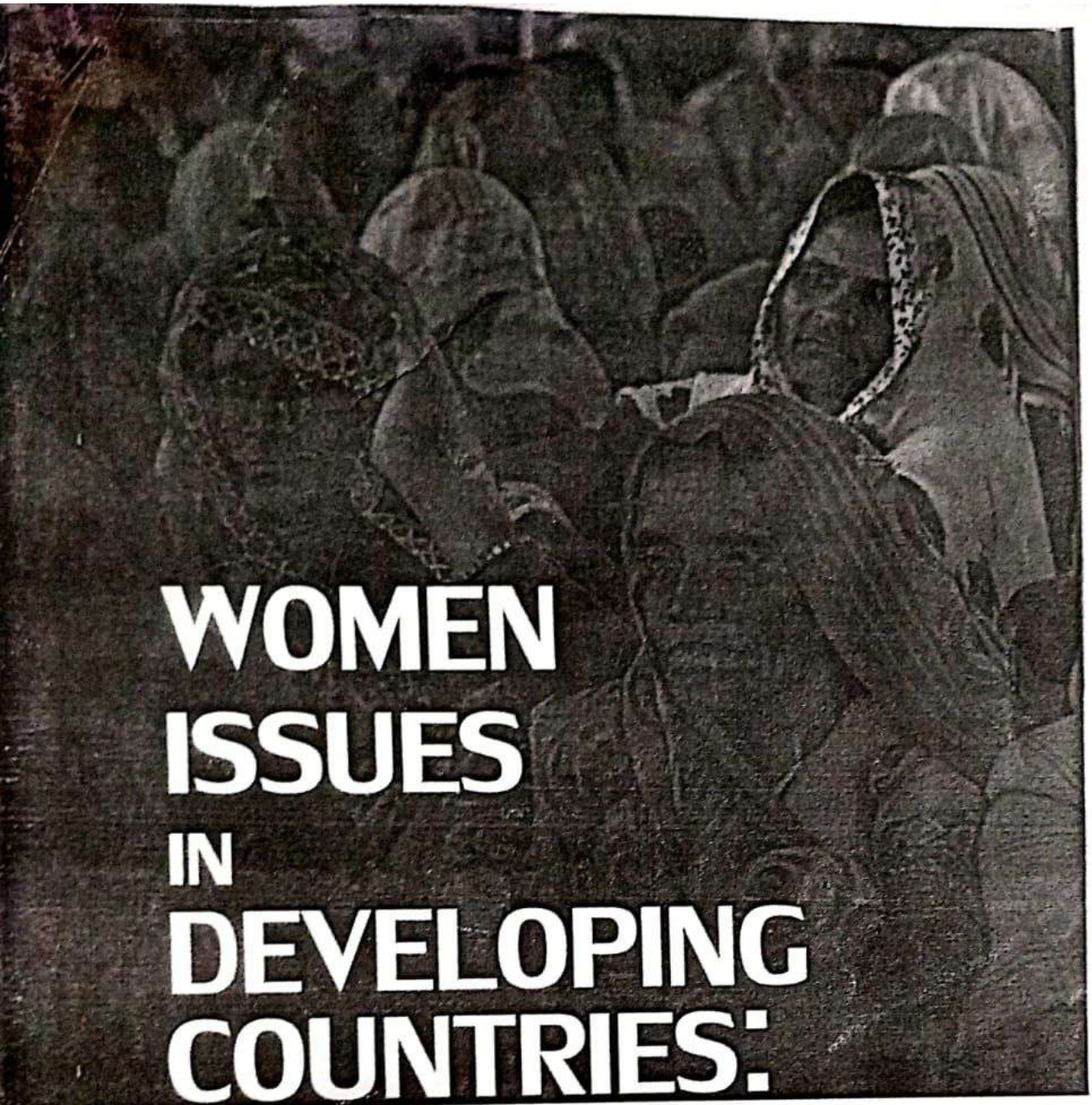

WOMEN ISSUES IN DEVELOPING COUNTRIES: SOME REFLECTIONS

Editors
Prabhat Kumar Singh
Amit Bhowmick

Delton Publishing House

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে অন্ত্যজ আদিবাসী রমণী : এক শিকড়ের সন্ধান

ড. মণিকুন্তলা বসু

মানুষ হল সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ জীবের নিজস্ব অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে সংস্কৃতি। সুতরাং, 'সংস্কৃতি' শব্দটির ধারণা বা ব্যাখ্যা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। মানবসভ্যতা বিকাশের আদিকাল থেকে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র মর্যাদার ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, যা মানব সমাজকে ক্রমবির্তনের মধ্য দিয়ে উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই সংস্কৃতিই আমাদের মানুষে পরিণত করে। সংস্কৃতিই উন্নততর সমাজ গঠনে সহায়ক। সংস্কৃতি মানুষের ভাষা, সাহিত্য, রুচি, ধর্ম ও বিশ্বাস,ধারণা, বিভিন্ন রীতিনীতি, শিক্ষাবোধ, মূল্যবোধ, জীবনভাবনা, শিষ্টাচার, ভাবনা, মননশীলতার এক শৃঙ্খলিত প্রকাশ, যা আমরা যুগ যুগ ধরে শৃঙ্খলা ও অভ্যাসের দ্বারা অর্জন করতে পেরেছি। সংস্কৃতি এক জাতি থেকে অন্য জাতি বা দেশকে যেমন স্বাতন্ত্র্য দান করে, তেমনি এক জাতি বা দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে বা জাতিতে সঞ্চারিতও হতে পারে। সুতরাং, সংস্কৃতির ধারণায় সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত আধ্যাত্মিক মনন।

আমাদের বাংলার সংস্কৃতি অভিন্ন সংস্কৃতি নয়। এ সমাজে আছে নানা ধর্ম, বর্ণের বিভাজন। সুতরাং সংস্কৃতিরও নানা রূপ আমরা সহজেই শনাক্তকরণ করতে পারি। পাশাপাশি উপভাষাগত বিভাজনও আমরা দেখতে পাই। সংস্কৃতি স্থানিক পরিচয় বহন করে। বাংলায় এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও সংস্কৃতিতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অখণ্ড ও অভ্রান্ত মিল লক্ষ করা যায়।

বাংলার সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আদিবাসী সম্প্রদায়। প্রাচীনকালে অনার্য বা আদিবাসীরা আমাদের দেশের আদি বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তীতে আর্যদের আগমনে এক মিশ্রিত জনজাতি ও সংস্কৃতির জন্ম হয়। এসবের পরেও আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রাখতে তারা সক্ষম হয়। শিকড়কে তারা অস্বীকার করেনি। তাদের রীতি-নীতি, অভ্যাস, খাদ্যাভ্যাস, জীবনভাবনা, শৃঙ্খলাবোধ, ধর্ম, বিশ্বাস, সব কিছুই তাদের সংস্কৃতিতে যথাযথভাবে বহন করে চলেছে। সংস্কৃতি ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক। মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের কথা অত্যন্ত নির্ভেজালরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে এই আলোচনা নিবন্ধে দেখানো হবে মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পে অন্ত্যজ আদিবাসী রমণীর সামাজিক অবস্থান, প্রতিবাদ ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত। মাটির সোঁদা গন্ধসমেত গল্পগুলি উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেই সূত্রে আদিবাসী সমাজের মধ্যেই যে এক অকৃত্রিম দেশীয় কাঠামো আজও বর্তমান, সেই শিকড়ের সন্ধানের প্রচেষ্টা করা হবে।

সদ্য স্বাধীন দেশে সাহিত্যকে এবং সাহিত্যিককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় বিবেচনা করা হতো। লোকজীবনের কথায়, অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে যে সাহিত্যিকের নামটি স্বাধীনোত্তর সময়কালে বড় বেশি নজর কাড়ে, তিনি হলেন মহাশ্বেতা দেবী। ইতিহাস লেখিকার মূল বিষয় এবং ইতিহাসের অর্থ হল সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভূগোলকে, সমগ্র মানবসমাজকে, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকে জানা। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিমানুষের চাওয়া-পাওয়ার বিচার

উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ
মধুছন্দা গঙ্গোপাধ্যায়—১৩৩

ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' উপন্যাসে গান : শিকড়ের বন্ধন
নিবেদিতা বিশ্বাস—১৩৮

'গঙ্গা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস : ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন, জীবিকা ও ভাষা
ড. সুতপা ষড়ঙ্গী—১৪৪

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে অন্ত্যজ আদিবাসী রমণী : এক শিকড়ের সন্ধান
ড. মণিকুন্তলা বসু—১৫০

শিকড় -সন্ধানী শশী : ব্যর্থ হৃদয়ের সংলাপ
শুভশ্রী দাস—১৫৬

বুদ্ধ ভাবনায় মানবাধিকার : একটি মূল্যায়ন
ড.টিয়া রাণী হাজরা সিংহ—১৬১

আফসার আমেদের বশীকরণের কিস্‌সা : অন্তরালের কথা
রুবী নূর—১৬৭

ভারতীয় জাতি সত্তার স্বরূপ অন্বেষণে 'গোরা'
কেয়া ঘটক—১৭২

নীল ময়ূরের যৌবন : বর্তমানের প্রেক্ষাপটে চর্যাপদের পুনর্নির্মাণ
দেবী মণ্ডল—১৭৮

ছোটোগল্পের দুই কল্লোলিনী : প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও নৃসিংহদাসী দেবী
দেবাশিস পাল—১৮৪

মুক্তিসংগ্রামে নারী ও সেলিনা হোসেনের ছোটোগল্প : একটি শিকড়ের সন্ধান
অগ্নিমিতা শীল—১৯২

শিকড়ের খোঁজে : বিশ শতকের দর্শন ভাবনা এক আধ্যাত্মিক ক্রান্তি
নূপুর লাহিড়ী—১৯৭

বিশ শতকে প্রবলতর মানবকেন্দ্রিক সংস্কৃতির উৎসসন্ধান : একটি পর্যালোচনা
নন্দিতা দাস—২০২

বিশ শতকের কয়েকটি বাংলা উপন্যাস ও ভাগবত
গৌরী রানী হোড়—২০৭

সামাজিক নৃতত্ত্ব : সরোজকুমার রায় চৌধুরীর ছোটোগল্প
অন্তরা ঘোষ—২১৫

তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাস : ভূমিপুত্রের প্রত্যাবর্তন
ফারহা পারভীন—২২১

In Quest of Roots : 20th Century Literature & Culture

a collection of essays by eminent researchers on
the culture and literary works in twentieth century

Editor: *Dr. Madhu Mitra*

সংকলন ও সম্পাদনা: ড. মধু মিত্র

Published on: 30th June 2023

প্রথম প্রকাশ: ৩০ জুন ২০২৩

Published By: *Arindam Chandra*

Basabhumi Prakashan

27/47/A, Joychand Road. PO: Khagra. PIN-742103
Dist: Murshidabad, State: West Bengal. INDIA
PHONE: 9474919241 E-MAIL: basabhumi@gmail.com

Cover : *Krishnajit Sengupta*

Printer: *Granco Process*
44 Biplobi Pulin Das Street, Kolkata-9, West Bengal.
মুদ্রক : *গ্রানকো প্রসেস, ৪৪ বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট, কলকাতা-৯ (প:ব:)*

Copyright ©: *All rights reserved by Berhampore Girls' College*

গ্রন্থস্বত্ব : বহরমপুর গার্লস কলেজ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

ISBN 978-81-962168-3-2

PRICE: INR 800/-

শিকড়ের খোঁজে

বিশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতি

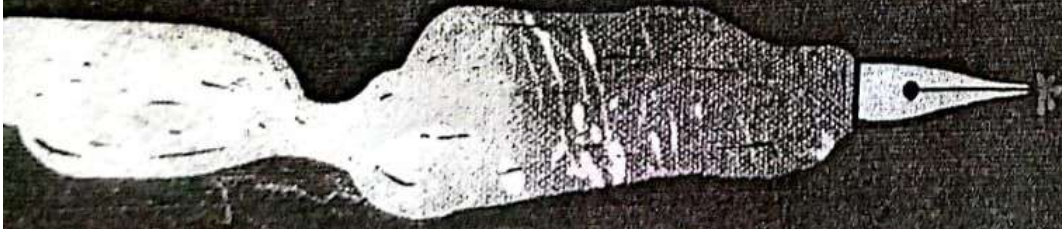

সংকলন ও সম্পাদনা

ড. মধু মিত্র

নারীর চোখে সুলেখা সান্যালের উপন্যাস: এক ভিন্ন পাঠ

ড. মণিকুন্তলা বসু

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কথাসাহিত্যিক সুলেখা সান্যালকে পেলাম। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনালোচিত থেকে গেছেন এই সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। এই লেখিকার লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে বিশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রারম্ভ। প্রায় অর্ধ শতক জুড়ে এই সাহিত্য ব্যক্তিত্ব শুধু অনালোচিত থাকলেন না, সেই সঙ্গে বিস্মৃতির অন্ধকারে থেকে গেলেন। এই বিস্মৃতি যেমন লেখিকার প্রতি অবিচার, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিরাট অপ্রাপ্তি।

চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গবৈষম্য ছিল প্রকট। নারীর নিজস্ব কোনও চিন্তা-ভাবনা-মননের পরিসর ছিল না। নারী জীবনের সার্থকতা ছিল ভালো গৃহিণী ও জননী হওয়ার মধ্যে। পুরুষতন্ত্রই নারীর জীবনের সার্থকতার মাপকাঠির নির্ধরক ছিল। এ সকল প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে রেখে বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব ভাবনা, দুঃখ, না পাওয়ার যন্ত্রণাকে অবলীলায় প্রকাশ করলেন একদল মুক্তিকামী মহিলা কথাসাহিত্যিক। রাসসুন্দরী দেবী, কৃষ্ণকামিনী দাসী, জ্যোর্তিময়ী দেবী, অনিন্দিতা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, আশালতা সিংহ, নিরুপমা দেবী, লীলা মজুমদার, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ বহু সাহিত্যিক। এঁরা নিজের কথা অকপটে তাঁদের লেখায় উজাড় করে দিলেন। পুরুষ দ্বারা রচিত জাল কেটে নারী ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হয়ে উঠতে লাগল। প্রাচীনকালে নারী শিক্ষার আলোকে আলোকিত ছিল। সপ্তদশ শতকেও মনসামঙ্গলের চন্দ্রাবতীর যে উত্তরাধিকার তা ক্রমশ সমাজ থেকে হারিয়ে যেতে থাকে। ঊনবিংশ শতকে নারী ক্রমান্বয়ে শিক্ষার আলোতে ফিরতে থাকে। সংকীর্ণতা কাটিয়ে বাংলা সাহিত্যে পুরুষের সাহিত্য সাধনার সঙ্গী হয়ে উঠল নারীরাও। নারী আপন সত্তায়, মননে জাগ্রত হয়ে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন এবং সমাজ-পরিবারকে নিজস্ব ভাবনায় পর্যবেক্ষণ করে সাহিত্যে তুলে ধরেন। এই বিনির্মাণের জন্য আত্মসচেতনতা একান্তই জরুরী বিষয় বলে বিবেচিত হয়।

নারী প্রগতি আন্দোলনের প্রভাবে শিক্ষিত হতে থাকল। নারী তাঁর সামাজিক অবস্থান, সত্তা বিষয়ে সচেতন হল। দেখলেন তাদের জন্য সমাজের কোথাও কোনও স্থান নেই। সমাজ নির্দিষ্ট লিঙ্গ বৈষম্যকে অস্বীকার করে কথাসাহিত্যের আঙিনায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হলেন এই নারীরা। এই নিজস্ব ঘরের অভাবের কথা আমরা পাই ভার্জিনিয়া উল্ফ-এর 'room of one's own"-এ। মেয়েদের নিশ্চিত আশ্রয় না তাঁর পিত্রালয়, না তাঁর স্বামীগৃহ। সে হল ভাসমান শ্যাওলা।

নারী তাঁর অভিজ্ঞতার স্তরকে পুরুষের সমান্তরালে এক নতুন ঐতিহ্যকে শিল্পরূপ দিলেন। নবজাগরণের ফলে এবং বিশ্বযুদ্ধের ফলে নারী এক ঝটকায় অন্দরমহল থেকে বহির্বিশ্বে এসে উপস্থিত হল। তাঁদের অভিজ্ঞতায় সামাজিক সমস্যা আরও বড় পরিধিতে

উনিশ ও বিশের দুই মহিলা কবি	১২৮	সুরূপা কর
বেগম রোকেয়া (১৮৭৭-১৯৩২) একটি সমীক্ষা	১৩৪	সেখ সাব্বির হোসেন
নারীর চোখে সুলেখা সান্যালের উপন্যাস: এক ভিন্ন পাঠ	১৪০	মনিকুন্তলা বসু
রাসসুন্দরী দেবীর আমার জীবন	১৪৯	তন্ময় মালাকার
পাঁচটি নারী পাঁচটি প্রজন্ম: প্রসঙ্গ ভারতী রায়ের 'একাল সেকাল পাঁচ প্রজন্মের ইতিকথা'	১৫৪	অম্বালিকা সরকার
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারী: নারীবাদী আলোচনা	১৫৮	ফারহিন হোসেন
উনিশ শতকে নারীশিক্ষা : বহুমুখী প্রবর্তনা	১৬৮	সোনালী গোস্বামী
বিশ শতকের বিদুষী : মহাশ্বেতা দেবী	১৭৯	আব্দুর রাজ্জাক
উনিশ শতকের সমাজের দৃষ্টিতে নারী : একটি বিশ্লেষণীমূলক আলোচনা	১৮৩	আসমিন সেখ
উনিশ শতকীয় নবজাগরণের ঢেউয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙালি নারীদের উত্থানপ্রসঙ্গ	১৯১	সুতৃষ্ণা সরদার
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলার নারী	২০০	অসীম কুমার হালদার
নারীর ক্ষমতায়ন : প্রেক্ষিত রবীন্দ্র ছোটগল্প ল্যাবরেটরী	২০৯	দীপঙ্কর বিশ্বাস
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে সামাজিক ট্র্যাডিশন	২১৪	পুলকেশ মণ্ডল
লেখক পরিচিতি	২২২	

UNIS O BIS SATAKER NABAJEEBANER BARTABAHI NARI
The Torch-Bearer Women of Nineteenth and Twentieth Century – a collection of life and activities of stalwart women across the country, an edited volume, Edited by Dr. Goutam Kumar Ghosh & Dr. Pulokes Mondal, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumdar Street, Kolkata-700009. April 2023 Rs. 350.00

© লেখক

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০২৩
১লা বৈশাখ ১৪৩০

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
এআর প্রিন্টার্স প্রা: লি:
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN : 978-93-88988-89-6

মূল্য : তিনশো পঞ্চাশ টাকা

উনিশ ও বিশ শতকের নবজীবনের বার্তাবাহী নারী

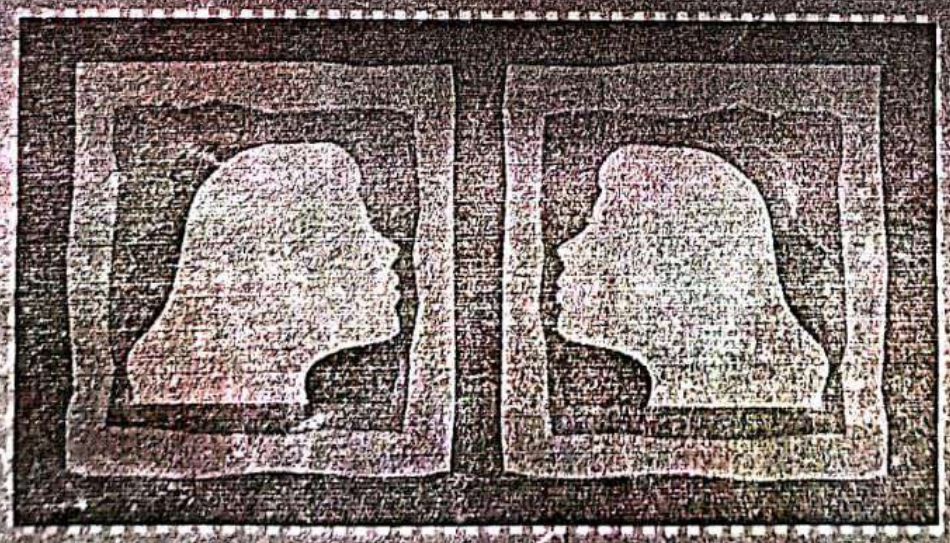

সম্পাদনা
গৌতম কুমার ঘোষ
পুলকেশ মণ্ডল

দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় সুলেখা সান্যালের ছোটগল্প

মণিকুন্তলা বসু

বিশ শতকের চল্লিশের দশক ভারতবর্ষ তথা বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু, যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম, তা আমাদের মোটেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কারণ, আমরা পেলাম দ্বি-খণ্ডিত, রক্তাক্ত স্বাধীনতা। দেশভাগের মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পালাবদল যেমন ঘটল, তেমনি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন, বিপর্যয় ঘটল ঝড়ের বেগে। মানুষ হয়ে পড়ল দিশাহারা, শিকড়চ্যুত হল। উদ্ভূত হল নানা সংকট ও সমস্যা। দেশভাগের ফলে সৃষ্টি হল উদ্বাস্তু সমস্যা। কলোনি ক্যাম্পের উদ্ভব হল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হল, গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ল, মেয়েরা বেআব্রু হয়ে পড়ল। অন্নের জন্য হাহাকার শুরু হল। জীবিকার সন্ধানে নিরন্ন মানুষগুলি প্রতিনিয়ত জীবনযুদ্ধে অংশীদার হয়ে উঠল। এককথায়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক বিপর্যয় ঘটল। পাশাপাশি, এসবের ফলে নারীর জীবনে, মনোজগতে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেল। দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সমানভাবে নাড়া দেয়। নারী এক ঝটকায় অন্দরমহল থেকে বর্হিরবিশ্বে এসে উপস্থিত হয়। শুধু দেশভাগ নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, মন্বন্তর। আর, এসবের ফলশ্রুতিতেই সৃষ্টি হল উদ্বাস্তু সমস্যা, মূল্যবোধের অবক্ষয়। বাঁচার জন্য মানুষ আপ্রাণ লড়াই শুরু করল। অন্নের জন্য হাহাকার সেদিনের এক বাস্তব চিত্র। এ সবই চল্লিশের দশকের অস্থির সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিপর্যেরই প্রতিফলন। যেখানে মূল্যবোধের কোনও মূল্য নেই। মানুষ হয়ে ওঠে নীচ, স্বার্থপর, অন্তঃসারশূন্য। পুরো সমাজ-রাজনীতির চিত্র বদল কথাসাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এসবের প্রতিক্রিয়ায় একদল সাহিত্যিক এগিয়ে আসলেন মানুষের মুক্তি কামনায়।

চল্লিশের দশকের সমাজে মানুষের মূল চাহিদা ছিল জাতীয় মুক্তি। দ্বি-খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভের পর সেই জাতীয় মুক্তি রূপান্তরিত হল অর্থনৈতিক মুক্তিতে। ফলে, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চালচিত্র বদলে যেতে থাকে। মানুষের জীবনে জট-জটিলতা সৃষ্টি হয়। গণবিক্ষোভ, আন্দোলন, সমকালীন সময়ের অবক্ষয়, মূল্যবোধের পরিবর্তন, পরিবারের মধ্যে অবক্ষয়, স্বার্থপরতা, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, শিক্ষিত পরিবারের অভাব- অভিযোগ— এ সবই ঘটল দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায়।

সমাজ হল সাহিত্যের দর্পণ। স্বাভাবিকভাবে বাংলা সাহিত্য এসবের প্রভাবে প্রভাবিত

সূচিপত্র

সাম্প্রদায়িকতার উত্থান: বুদ্ধিজীবীদের মতামত ও দেশভাগ	১১	গৌতম কুমার ঘোষ
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পঙ্কপল্বল উপন্যাসে দেশভাগের অভিঘাত	১৬	হেনা সিনহা
বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগ	২৩	জিতব্রতা গুহ
প্রসঙ্গ দেশভাগ ও বাংলা সাহিত্য	৩০	অমরেশ মিত্র
দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় সুলেখা স্যানালের ছোটগল্প	৩৮	মণিকুন্তলা বসু
দেশভাগের প্রেক্ষিতে বাংলার চিত্রকলা	৪৭	কাজল গাঙ্গুলি
হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্দ করণকৃতি	৫৬	নির্মল কুমার বর্মন
দেশবিভাগ : নারী মুক্তির বার্তা	৬০	অনামিকা মুখার্জী
বাংলা গননাট্যে দেশভাগের প্রভাব	৬৬	পারমিতা সরকার
দেশান্তর, দেশাচার ও স্মৃতিশাস্ত্র	৭০	বিদ্যুৎ মণ্ডল
দেশভাগ পরবর্তী বাংলা উপন্যাস ও নিম্নবর্গ ভাবনা দেড়শো গজে জীক	৭৫	প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল
এপার বাংলা ও ওপার বাংলার সাহিত্যে দেশভাগের প্রভাব	৭৮	মৌসুমি মুদি
দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা	৮৩	চন্দ্রাণী পাল
দেশভাগের প্রভাব প্রতিবিম্বিত কয়েকটি ছোটগল্পের আলোচনা	৮৮	কাকলি পাল
বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ : নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে	৯৯	মৌসুমি বণিক
দেশভাগের দৃষ্টিতে সলিল সেনের নতুন ইহুদি	১০৬	রঞ্জিত কুমার বৈদ্য
হাসান আজিজুল হকের গল্পে দেশভাগ ও জীবন যন্ত্রণা	১১৩	সিলন সেখ

EPAR BANGLA OPAR BANGLAR SAHITYE DESHBHAGER PROBHAB
A Collection of Essays on Literature Language art and Culture of Bengali in Twenty Century Edited by Dr. Pulokes Mondal & Dr. Nanigopal Malo, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumdar Street, Kolkata-700009. September 2023 Rs. 300.00

© হাজী এ. কে খান কলেজ, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০২৩

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০০০৯

বর্ণ সংস্থাপন
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০০০৯

ISBN : 978-93-94748-61-3

মূল্য : তিনশো টাকা

এপার বাংলা ওপার বাংলার সাহিত্যে দেশভাগের প্রভাব

সম্পাদনা
পুলকেশ মণ্ডল
ননীগোপাল মালো

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প এবং দেশবিভাজনের প্রতিক্রিয়া

ড. মণিকুন্তলা বসু

সারসংক্ষেপ : সাহিত্য মানুষের অভিজ্ঞতাকে অনুভূতির রসে জারিত করে পাঠকের মননের কাছে উপস্থাপিত করে। এই অভিজ্ঞতা সুখকর যেমন হয়, তেমনি এই অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনচক্রের ন্যায় দুঃখময় হয়েও উপস্থাপিত হয় সাহিত্যে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ উপমহাদেশ ব্রিটিশদের শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করল। দীর্ঘকাল ধরে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতালাভের স্বাদ হল নোনতা। কারণ ভারতবর্ষ পেল দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা আপামর জনসাধারণ চাননি। অশ্রুসজল এই স্বাধীনতা দুই বাংলার মানুষের ও তাদের জনজীবনকে এক ধাক্কায় বিরাট এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, যা অস্তিত্ব সংকটের চ্যালেঞ্জ। দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় বাংলা সাহিত্যে পার্টিশান বা দেশভাগের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটল। দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা লাভের ট্র্যাজেডি অখণ্ড ভারতবর্ষের ভারতবাসীর সব স্বপ্নকে চুরমার করে দেয়। স্বাধীন দেশে ভালো থাকার পরিবর্তে অস্তিত্বের লড়াই প্রধান বিষয় হয়ে উঠল। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সাহিত্যের বয়ানও নবরূপ লাভ করে। দুই দেশের গৃহহীন, বাস্তুচ্যুত পরিবার পারস্পরিক গৃহবিনিময় করে বা সম্পূর্ণ উদ্বাস্তু হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সংগ্রাম করতে থাকে। মুহূর্তে মানুষগুলি নির্মম আঘাত ও সময়ের মুখোমুখি হয়। সব থেকে সব হারানোর বেদনা এই মানুষগুলিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবিক অবক্ষয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। শুরু হয় আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। এসবের প্রতিক্রিয়ায় বিশ শতকে প্রফুল্ল রায়ের মত শক্তিশালী কথাসাহিত্যিককে পেলাম, যার উপন্যাস-ছোটগল্পে দেশভাগের নির্মম পরিণতির ক্ষত জ্বলন্ত সত্যের ন্যায় উপস্থাপিত হতে দেখি। 'প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প এবং দেশবিভাজনের প্রতিক্রিয়া' নামক আলোচনা নিবন্ধে প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দেশবিভাজনের প্রভাব কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি দেখানো হয়েছে বৃহৎ দেশের সুখ-দুঃখের ইতিহাসের মধ্যে গল্পকারের প্রতিভা, সাহিত্যবোধ ও দেশ-কাল সংক্রান্ত জীবনের অভিজ্ঞতার আখ্যান।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গল্পকার প্রফুল্ল রায়। দেশবিভাজন সাধারণ মানুষের জীবনে কী করুণ বিপর্যয় এনেছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী স্বয়ং গল্পকার। অবিভক্ত

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সাগরদীঘি কামদাকিঙ্কর স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

দেশভাগ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প ১১৪
ড. অরিত্র বাগ

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প এবং দেশবিভাজনের প্রতিক্রিয়া ১২২
ড. মণিকুন্তলা বসু

দেশভাগ: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশকের কবিতার পালাবদল ১২৮
পায়েল মুখার্জি

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা: বাংলা ছোটগল্পে আলোকে ১৩৪
দিলরুবা খাতুন

দ্বিজাতিতত্ত্ব, দেশভাগ ও বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা ১৪১
পাপিয়া বিশ্বাস

হাসান আজিজুল হকের গল্পে ছিন্নমূল মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ১৪৮
রঞ্জিত কুমার বৈদ্য

স্বাধীনতার অন্যতম ফলশ্রুতি: দেশভাগের সিনেমা ১৫৩
মৃগনয়না বন্দ্যোপাধ্যায়

Partition and the Aftermath: Ghatak's Subarnarekha ১৬৩
Subir Ghosh

সাদাত হাসান মান্টোর গল্পে দেশভাগ ১৬৯
রাজন গঙ্গোপাধ্যায়

Conflicts with the Past and the Present: The Post Partition Struggle in Sunil Gangopadhyay's Novel 'Arjun' ১৭৪
Manaswita Sinha

দেশভাগ: উদ্বাস্তু জনজীবন ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ১৮১
ড: সমীরণ সরকার

সংস্কৃতির ভাঙন: প্রয়োজন এবং আয়োজন ১৯০
রোজিনা খাতুন

আবু ইসহাকের সূর্য-দীঘল বাড়ী: জয়গুনদের বেঁচে থাকার লড়াই ১৯৭
ড. উত্তম দাস

নীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়ালীউল্লাহ, হাসান আজিজুল হক: দেশভাগের গল্প ২০৩
শ্রীশীপ্রমা ভৌমিক

বাংলার উদ্বাস্তু অনুসন্ধানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা ২১০
অরিন্দম মণ্ডল

PRASONGA DESHVAG : SANKOT O UTTARAN

Edited by **Dr. Aritra Bag & Dr. Milan Mandal**

প্রসঙ্গ দেশভাগ: সংকট ও উত্তরণ

গ্রন্থস্বত্ব: অধ্যক্ষ,

শিউনারায়ণ রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজ

ISBN: 978-93-84497-66-9

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০২৩

সম্পাদনা

ড. অরিত্র বাগ

ড. মিলন মণ্ডল

প্রচ্ছদ

সমীর দাস

অক্ষরবিন্যাস

অংশুমান রায়

৯৭৩৩৯ ০১৫০৯

প্রকাশক ও মুদ্রণ

কল্যাণকুমার দাস

শিল্পনগরী প্রিন্টার্স

নবপল্লী, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

ফোন: ৯৪৭৪০৪১১৩০

প্রসঙ্গ দেশভাগ : সংকট ও উত্তরণ

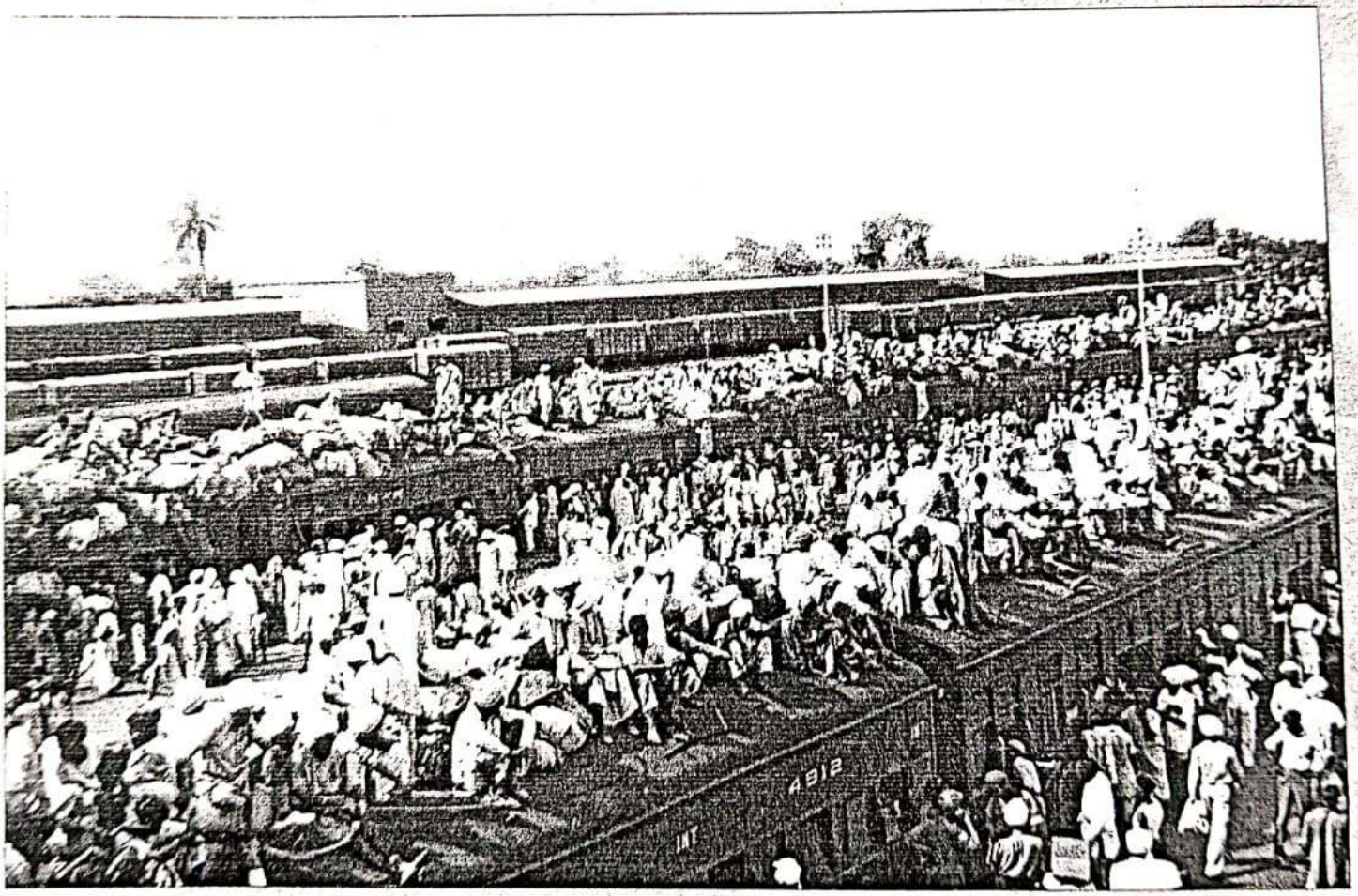

সম্পাদনা ঃ ড. অরিত্র বাগ ও ড. মিলন মন্ডল

ওরা কাজ করে (আরোগ্য, ১০) : প্রান্তজনের জয়গান

সমীরণ সরকার

ভূমিকা/প্রাক্কথন : 'রোগশয্যায়' (পৌষ ১৩৪৭) ও 'আরোগ্য' (ফাল্গুন ১৩৪৭) ভাবগত আত্মদর্শন ও চিন্তাচেতনার অবিচ্ছিন্নতায় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক সৃষ্টি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়—

> "আসলে 'আরোগ্য'কে 'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থ থেকে পৃথক কল্পনা করার প্রয়োজনই বা কী আছে — কবি নিজেই তো নামকরণে ওই দুই গ্রন্থের পরিপূরকতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। রোগভোগ ও রোগমুক্তি এই দুই-ই তো একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।"

দুই কাব্যেই ব্যাধির যন্ত্রণা, আসন্ন মৃত্যুর উৎপাত, মৃত্যুদূতের বিক্ষোভ, রোগবিকারের অস্থির দৃষ্টিভ্রম, জীবনযৌবনের নানা সঞ্চয় ও ব্যয়ের অস্থিরতা, মৃত্যুর সত্যরূপ, মানবাত্মার অবিনশ্বরত্বে অবিচল আস্থা, ধরণির অপার সৌন্দর্যকে বিশুদ্ধ স্নাত দৃষ্টিতে দর্শন প্রভৃতি শিল্পরূপ তথা কাব্যিক অবয়ব লাভ করেছে।

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর আরোগ্যলাভের আনন্দ, রোগগ্রস্ত অবস্থার পূর্বস্মৃতির রোমন্থন, নিরাসক্ত ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে নতুনভাবে দেখেছেন কবি তাঁর 'আরোগ্য' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। একদিকে রোগ মুক্ত কবির আরোগ্যলাভের আনন্দে আনন্দিত ও প্রসন্নদৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনদর্শন, মর্ত্যপ্রীতির অসীম ভালোবাসায় অভিষিক্ত; অন্যদিকে এত কিছুর পরেও কবি উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর মর্ত্য পালা সাঙ্গ হওয়ার পথে। রবীন্দ্রনাথ জীবন পরিণতির শেষ পর্যায়ে মনে উপলব্ধি করেছেন তাঁর মহাপ্রয়াণকাল অতি সন্নিকটবর্তী এবং তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন পরপারে উত্তীর্ণ হবার জন্যে। মূলত 'আরোগ্য' কাব্যে এই দুটি ধারারই পরিচয় নিহিত আছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র গবেষক শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

> "প্রকৃতির সৌন্দর্য পৃথিবীর রূপ রস রঙকে নতুন করে আস্বাদন করে, মানুষের প্রেম-প্রীতি, স্নেহ ভালোবাসাকে আর একবার উপলব্ধি করা, মানবাত্মা এবং সত্যের স্বরূপ সন্ধান, প্রায় কৃতজ্ঞ চিত্তে এই মর্ত্যলোক থেকে চলে যাবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি। আরোগ্য কাব্যে এই কয়েকটি ভাবেরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।"

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' গ্রন্থে আরোগ্য কাব্যে আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, আরোগ্য কাব্যের কবিতাগুলিতে জীবন ও জগতের সহজ রূপ রোগমুক্ত কবির দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয়ে প্রথম অনুভবে বিস্ময়মণ্ডিত হয়ে অপরূপ নবীন সৌন্দর্যে [illegible] উঠেছে। অনুভূতির এই বিস্ময়, সৌন্দর্যের এই অভিনব আবিষ্কার, কৌতূহলের [illegible] নবীন জন্মের স্বপ্ন কবিতাগুলির মধ্যে এই হর্ষোদ্বেলতার শিহরণ রেখে গিয়েছে।

এই সংকলন গ্রন্থের কোনো প্রবন্ধই সম্পাদকদ্বয় এবং সংশ্লিষ্ট লেখকের অনুমতি ব্যতীত কোনো অংশে বা সম্পূর্ণ অংশে প্রকাশিত করে কোথাও প্রকাশ করা যাবে না। প্রতিটি প্রবন্ধেই লেখকের নিজস্ব বানানবিধি এবং মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্পাদকদ্বয় এই মতামত বা বক্তব্যের বিষয়ে দায়বদ্ধ নয়।

RABINDRA KABITA : PATHON-PATHAN

Edited by : Bikash Roy
Mousumi Sadhukhan

প্রকাশক : মহঃ হবিবুল্লাহ,
মডেল বুক ডিপো
২৯/২এ/৩৩, কে জে সান্যাল রোড
মালদহ

স্বত্ব : সম্পাদকদ্বয় কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ২৬ শে সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রচ্ছদ ভাবনা : সম্পাদকদ্বয়

বর্ণবিন্যাস : বাবাই-বিতান
দূরভাষ : ৯৬৮১২০৪৮৭৮

মুদ্রক : স্বপ্না প্রিন্টার্স
৯সি, শিবনারায়ন দাস লেন, কলকাতা-৬

ISBN : 978-81-940207-0-7

কল্পনা : 'মৃন্ময়ী'—কঠিন বাস্তবের অভিব্যক্তি ১০৭
◆ মায়না মিত্র

কথা : মানবিকতায় উজ্জ্বল উপগুপ্ত : 'অভিসার' ১১০
◆ দেবস্তুতি মিশ্র চৌধুরী

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' ১১৩
◆ সুপ্রিয় নন্দী

কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ-এর 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' ১১৬
◆ স্বরাজ গুছাইত

ক্ষণিকা : 'এক গাঁয়ে' নিসর্গ প্রীতির উদ্ভাসন ১২৪
◆ তমসা দত্ত

খেয়া : 'শেষ খেয়া' : পরপারের প্রতীক্ষায় ১২৬
◆ সুস্মিতা সোম

বলাকা : 'বলাকা' কবিতা প্রসঙ্গে ১২৯
◆ রফিকুল হক

জাগ্রত বিবেকের আহ্বান ধ্বনি—'শঙ্খ' ১৩৬
◆ বিপ্লব বর্মন

মহুয়া : রবীন্দ্র কবিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল দুটি নারী ১৩৯
◆ লিপিকা সাহা

পরিশেষ : 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো' : প্রসঙ্গ 'ধর্মমোহ' ১৪৫
◆ বিকাশ রায়

পুনশ্চ : আখ্যানের কাব্য, কাব্যের আখ্যান : বিশেষ পাঠ রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' ১৫৪
◆ চিত্তরঞ্জন বর্মন

পত্রপুট : 'যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে'—বেলা অবেলার কথকতা ১৬৩
◆ সুস্মিতা সোম

শ্যামলী : 'শ্যামলী' কাব্যের 'আমি' : আমিত্বের বিনির্মাণ ১৬৬
◆ পুরুষোত্তম সিংহ

নবজাতক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবজাতক : আবহমান কালের কাঙ্ক্ষিত যুবক চরিত্র ১৭১
◆ রেজাউল ইসলাম

'রোমান্টিক' কবিতা এবং রবীন্দ্রসত্তার স্বরূপ অন্বেষণ ১৭৪
◆ মহেন্দ্র বিশ্বাস

আরোগ্য : 'ওরা কাজ করে' আরোগ্য-১০ : প্রান্তজনের জয়গান ১৮৫
◆ সমীরণ সরকার

শেষলেখা : 'ঐ মহামানব আসে' : কালের প্রেক্ষিতে ও কবি-প্রত্যয়ের নিবিড়তায় ১৯১
◆ মৃন্ময় কুমার মাইতি
.... ২০৩

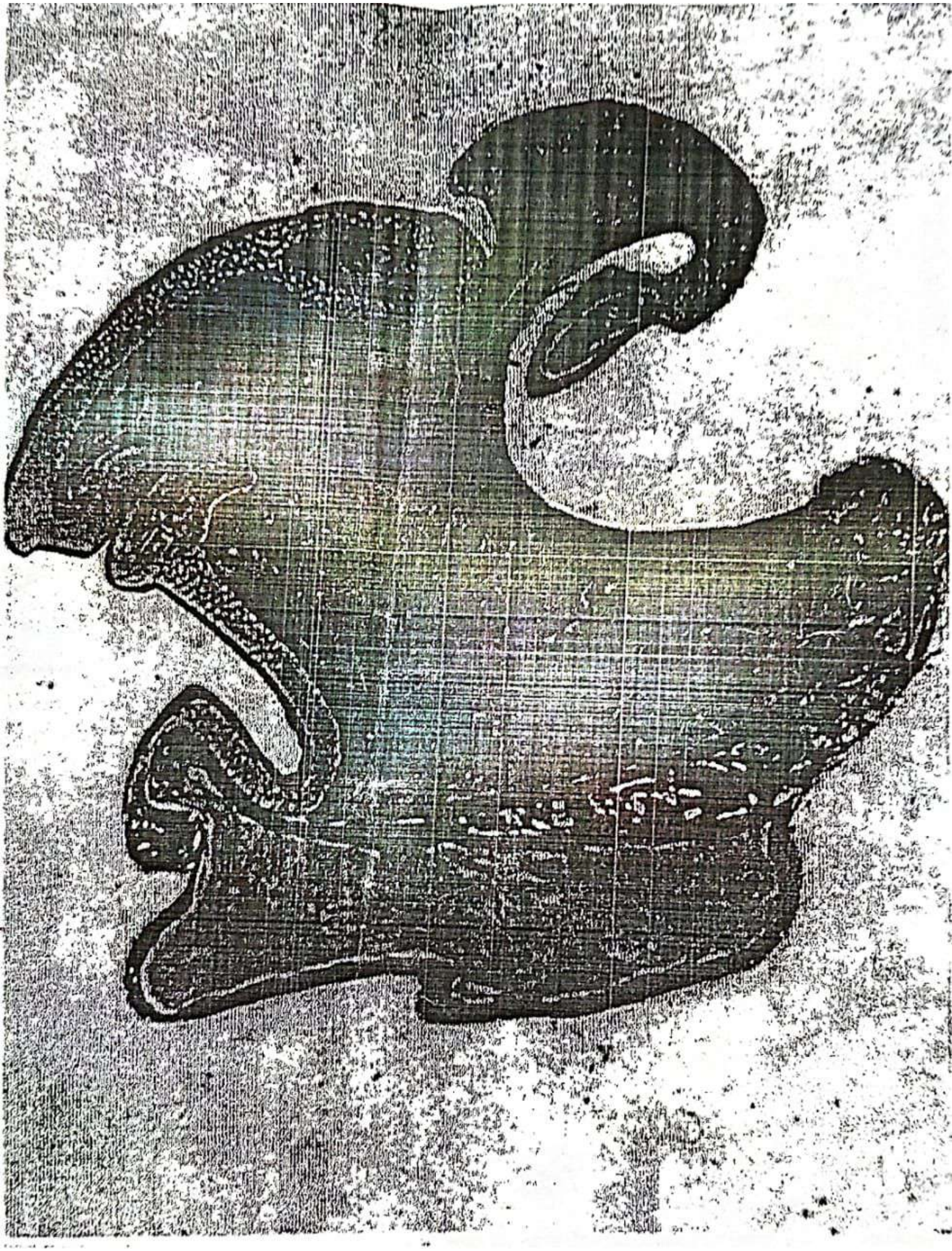

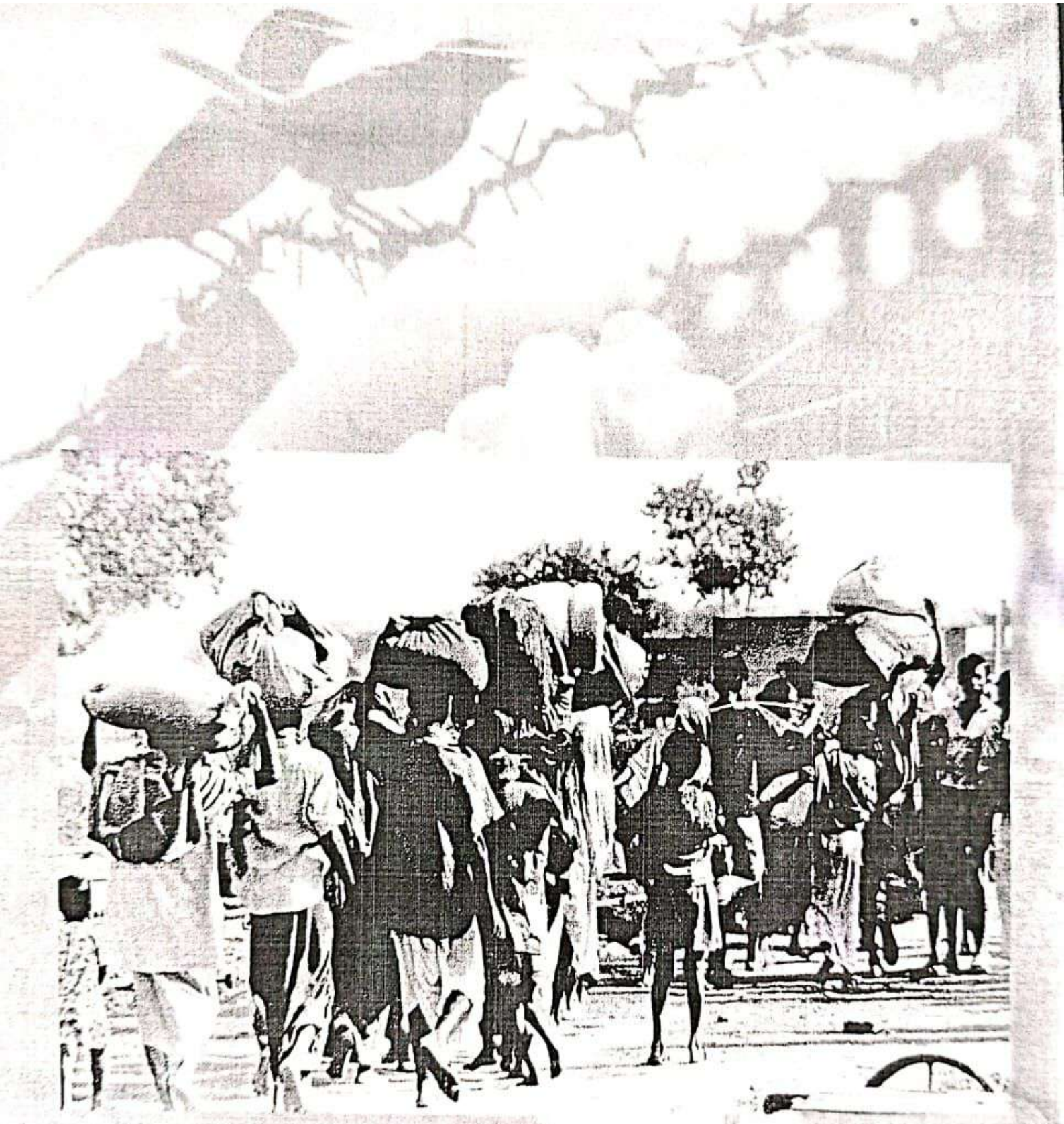

ISBN 978-93-84497-66-9

ISBN 978-93-84497-66-9

দেশভাগ: উদ্বাস্তু জনজীবন ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ড: সমীরণ সরকার

ভারতবর্ষ বহুধর্ম ও বহুভাষার দেশ। এই ধর্ম ও ভাষাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় মানচিত্রে বহুক্ষেত্রে নতুন দেশ ও নেশনের জন্ম হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টের পূর্ববর্তী অখণ্ড ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয় ধর্মীয় ভিত্তিকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের এই দেশবিভাজন ভারতীয় জাতিসত্ত্বাকে দুটি পৃথক জাতিসত্ত্বায় বিভক্তকরে- ভারতীয় ও পাকিস্তানি। এই রাজনৈতিক বিভাজন মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বার্থ পূরণ করল, কিন্তু মানচিত্রের উপর দিয়ে অঙ্কিত বক্ররেখাটি নববিভাজিত দুই রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের উপর নামিয়ে আনে আতঙ্ক, অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তার ঘন অন্ধকার। বিশেষত এই রাজনৈতিক বিভাজন বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের মানুষের কাছে ছিল বিভীষিকা স্বরূপ। ঠান্ডাঘরে বসে রাজনীতিবিদেরা অখন্ড মানচিত্রের উপর যে বক্ররেখা টেনে দিলেন তার ফলে একই পরিবারের দুই ভাই রাতারাতি দুই দেশের নাগরিক হয়ে গেল, এমনকি একই পরিবারের থাকার ঘরটি যদি থাকল ভারতভূখন্ডে তো রান্নাঘরটি পড়ল পাকিস্তানভূখন্ডে। দুই দেশের সীমন্তবর্তী মানুষ এক মহাসমস্যার সম্মুখীন হল। কিন্তু এই সীমান্তবর্তী সমস্যার চেয়েও বড়ো সমস্যা জন্ম নিল ধর্মকে কেন্দ্র করে। আর এই সমস্যার প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী হল বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের মানুষ। এই দেশবিভাজন জন্ম দিল উদ্বাস্তু সমস্যার। ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত সে দিন দেখল রক্তমাখা স্বাধীনতাকে; আর পূর্বপ্রান্তে বাঙালি জাতিসত্ত্বা চিরতরে দ্বিখন্ডিত হল। ভারতভূখন্ড থেকে যারা পশ্চিমপাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের বলা হল 'মোহাজের' আর পূর্বপাকিস্তান থেকে যে সকল মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের বলা হল 'উদ্‌বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা'। অঞ্চল বিশেষে এদের 'পাকিস্তানি' বা 'ভাটিয়া'ও বলা হত। আবার কোথাও কোথাও এরা 'বাঙ্গাল' বা বাঙাল নামেও পরিচিতি পায়। এই উদ্বাস্তু সমস্যা মূলত ধর্মীয় সংকীর্ণতার একটি ফসল। এই দেশবিভাজনের ফলে প্রত্যক্ষভাবে জনজীবনে যেমন নেমে আসে দুর্ভোগ ও অত্যাচারের অধ্যায় তেমনই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার ওপরেও নেমে আসে শিথিলতা। অবশ্য এই দুর্ভোগ ও অত্যাচারের অংশী হল শুধু সংশ্লিষ্ট দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। পশ্চিমবঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষ

সহকারী অধ্যাপক, সাগরদীঘি কামদাকিঙ্কর কলেজ

রমাপদ চৌধুরীর ছোটোগল্পে দেশভাগ: প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য ২১৬
অর্জুন মাঝি

নতুন ইহুদী: উদ্বাস্তু মধ্যবিত্তের সংকটময় জীবন দর্পণ ২২৩
চিরঞ্জিত হালদার

হাসান আজিজুল হকের – 'পরবাসী' গল্পে রাঢ়বঙ্গের
জীবনের গুঞ্জন ও বিপন্ন জীবনের প্রতিচ্ছবি ২২৮
মোবারক হোসেন

যুগবিভাগ ও সংস্কৃত ভাষার বিবর্তন ২৩৭
সুপর্ণা সরকার

সিনেমায় দেশভাগ: মানব হৃদয়ের আর্তনাদ ২৪২
অমৃত দাস

হাসান আজিজুল হকের গল্পে প্রতিভাত দেশবিভাগের যন্ত্রণা ২৫০
লাবনী বৈদ্য

দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা: স্বপ্নময় চক্রবর্তী এবং
সমসাময়িক অন্যান্য কয়েকজন গল্পকার ২৫৮
সুজাতা সরকার

বাংলা নাটকে দেশভাগ ও নিম্নবর্গ: প্রসঙ্গ সমুদ্র বিশ্বাসের 'ফিফটিনথ আগস্ট' ২৬৭
মৌসুমী মাল

বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগ প্রসঙ্গ ২৮৪
ড. মিতা রায়

প্রসঙ্গ দেশবিভাগ: বাংলা ছোটগল্পে প্রতিভাত বিষাদ, দাঙ্গা, বিপর্যয় ও
এক ক্রন্দনের ইতিহাস ২৮৫
বৈশাখী মালাকার

বাংলা ছোটগল্পে দেশভাগ, পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবন সংগ্রাম: একটি বিশেষ অধ্যয়ন ২৯৩
মানসী সরকার হাতি

দেশ বিভাগ পরবর্তী ভারতীয় নারীদের অবস্থান:
রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮) থেকে ভক্তবৎসলম্ কমিটি (১৯৬৩) ৩০১
শ্রীলগ্না দত্ত ব্যানার্জী এবং জয়ন্ত মেটে

শরৎ সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ৩০৯
ক্ষুদিরাম মন্ডল

Partition of India and Indian Cinema:
A Historical Analysis of Cinematic Representations ৩১৭
Shiv Narayan Verma

দেশভাগ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প ১১৪
ড. অরিত্র বাগ

প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্প এবং দেশবিভাজনের প্রতিক্রিয়া ১২২
ড. মণিকুন্তলা বসু

দেশভাগ: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশকের কবিতার পালাবদল ১২৮
পায়েল মুখার্জি

দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা: বাংলা ছোটগল্পে আলোকে ১৩৪
দিলরুবা খাতুন

দ্বিজাতিতত্ত্ব, দেশভাগ ও বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা ১৪১
পাপিয়া বিশ্বাস

হাসান আজিজুল হকের গল্পে ছিন্নমূল মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ১৪৮
রঞ্জিত কুমার বৈদ্য

স্বাধীনতার অন্যতম ফলশ্রুতি: দেশভাগের সিনেমা ১৫৩
মৃগনয়না বন্দ্যোপাধ্যায়

Partition and the Aftermath: Ghatak's Subarnarekha ১৬৩
Subir Ghosh

সাদাত হাসান মান্টোর গল্পে দেশভাগ ১৬৯
রাজন গঙ্গোপাধ্যায়

Conflicts with the Past and the Present: The Post Partition Struggle in Sunil Gangopadhyay's Novel 'Arjun' ১৭৪
Manaswita Sinha

দেশভাগ: উদ্বাস্তু জনজীবন ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ১৮১
ড: সমীরণ সরকার

সংস্কৃতির ভাঙন: প্রয়োজন এবং আয়োজন ১৯০
রোজিনা খাতুন

আবু ইসহাকের সূর্য-দীঘল বাড়ী: জয়গুনদের বেঁচে থাকার লড়াই ১৯৭
ড. উত্তম দাস

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়ালীউল্লাহ, হাসান আজিজুল হক: দেশভাগের গল্প ২০৩
ঐশীপ্রমা ভৌমিক

বাংলার উদ্বাস্তু অনুসন্ধানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা ২১০
অরিন্দম মণ্ডল

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নির্বাচিত উপন্যাসে ১৯৪৭-এর দেশভাগ ১১
গোলাম মুস্তাফা

দেশভাগ: দুই নারীর আত্মআবিষ্কার ২৮
সোমা ভদ্র রায়

দেশভাগ ও বাংলা নাটক ৩৫
প্রবীর প্রামাণিক

স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্ত: ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ৪৩
উমা দে (নন্দী)

জনজীবনে দেশভাগের প্রভাব ৫১
ড. সুহাস রায়

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' দেশভাগের যন্ত্রণাবিধুর উপন্যাস ৫৫
ড. সুজাতা মুখোপাধ্যায়

বাঙালি মেয়ের আখ্যান: দেশভাগের দর্পণে ৬১
ড. মধু মিত্র

নারী চরিত্র নির্মাণে উত্তর উপনিবেশিক বাংলার চলচ্চিত্র: তিনটি ছায়াছবি ৬৮
নম্রতা দত্ত

দেশভাগ ও দুই বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চা ৭৫
মোঃ সাহাজাহান সেখ

অমর মিত্রের গল্পে দেশভাগ প্রসঙ্গ ৮০
অর্পিতা বোস

বাংলা ছোটোগল্প: দেশভাগের ছবি ৮৪
ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ মুখার্জি

বাংলা ছোটগল্পে বিষয় ও বৈচিত্র্যে দেশভাগ ও ছেচল্লিশের দাঙ্গা ৯৩
বিভাস বিশ্বাস

সম্পর্কের নির্বাসনে 'নির্বাস' ১০১
ডলি দাস

বাংলা ছোট গল্পের দেশভাগের প্রভাব ১০৬
কণিকা মন্ডল

প্রসঙ্গ দেশভাগ : সংকট ও উত্তরণ

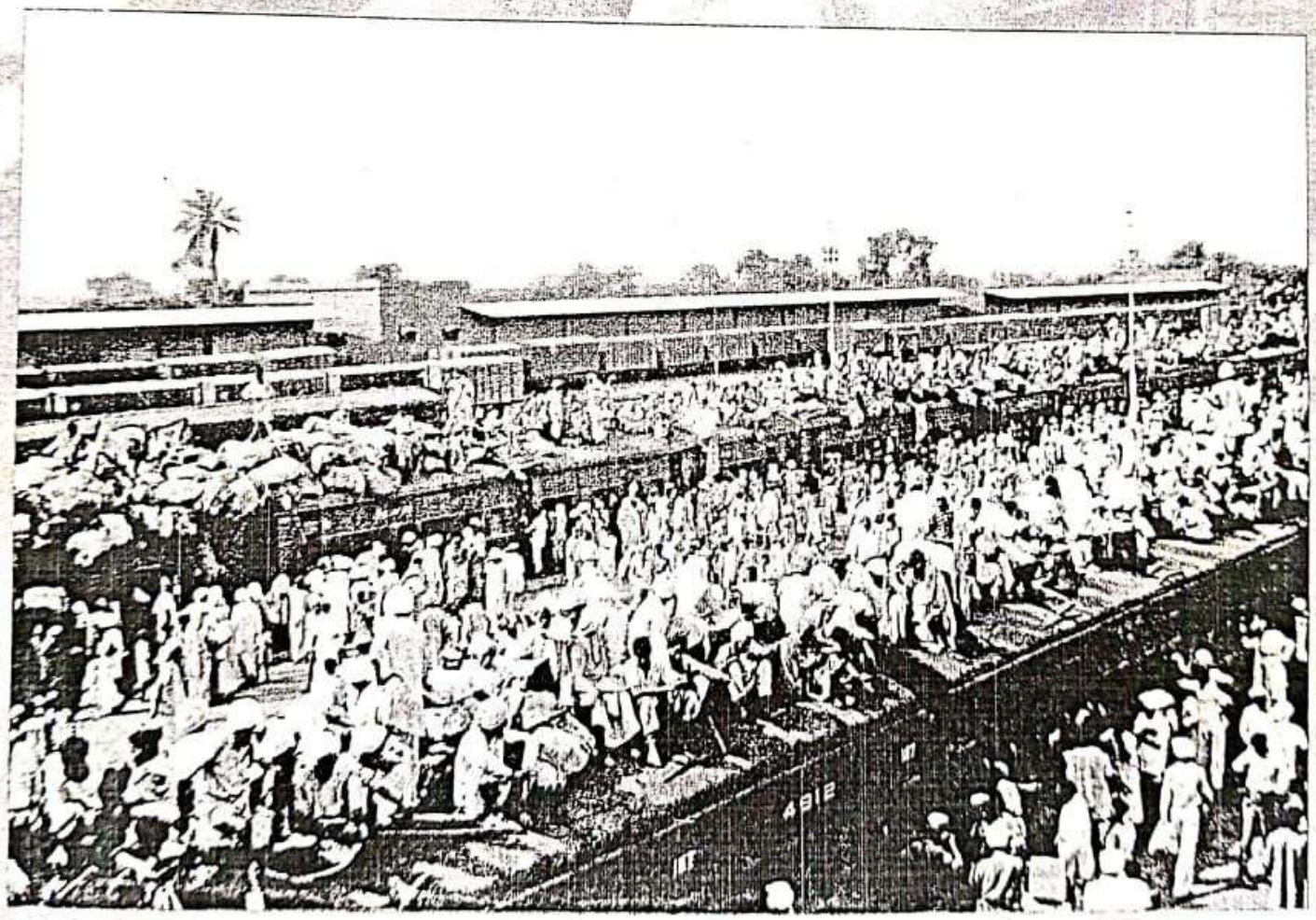

সম্পাদনা ঃ ড. অরিত্র বাগ ও ড. মিলন মন্ডল

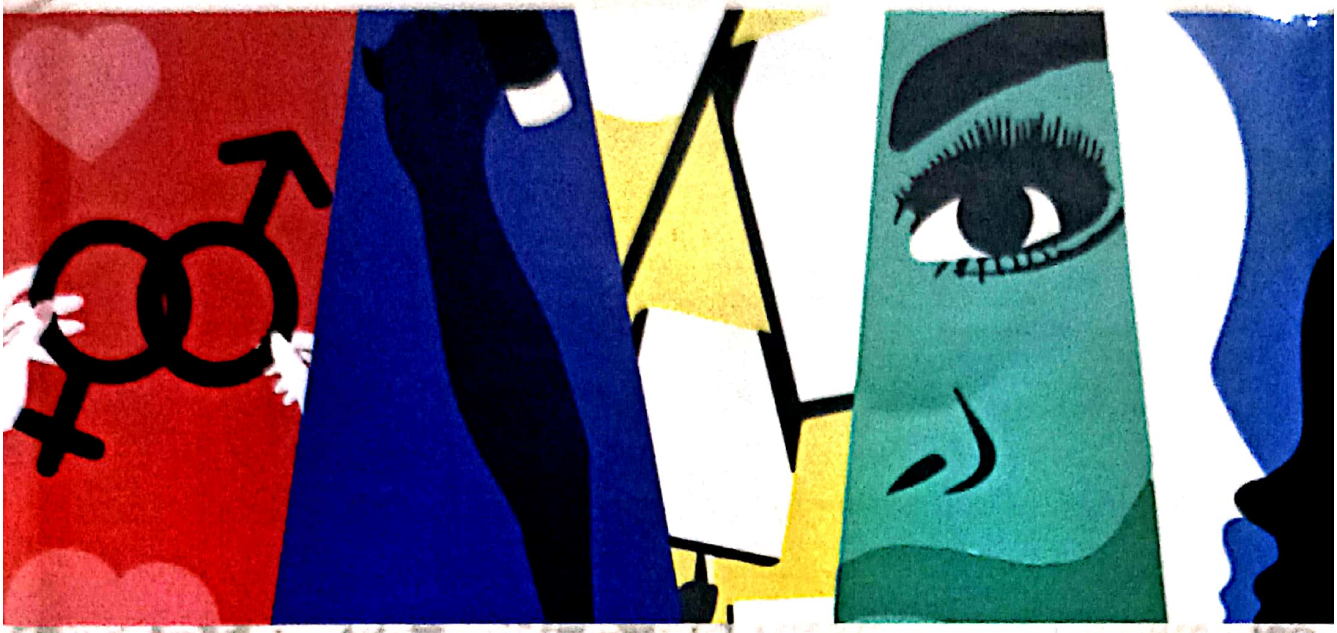

Revisiting Feminism in India

A Study on Multidimensional Aspects in Colonial and Post Colonial Era

Editors
Dr. Joydeep Pal
Dr. Krishnendu Roy
Dr. Madhusudan Mandal

Scanned with OKEN Scanner

ABHIJEET PUBLICATIONS
4658-A, First Floor, Ambika Bhawan,
21 Ansari Road, New Delhi 110002
Phone: 011-23259444
E-mail: abhijeetpublication@gmail.com
twitter:- @AbhijeetPub21
whatsapp:- 8076785356
instagram: @abhijeet_publications
LinkedIn: jitendra-singh-7729292b/
Website: www.abhijeetpublications.com

REVISITING FEMINISM IN INDIA: A STUDY ON MULTIDIMENSIONAL ASPECTS IN COLONIAL AND POST COLONIAL ERA

First Published 2023State

© Reserved

ISBN 978-93-92816-62-8

[All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, copied, stored in a retrieval system, transmitted or used in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the author or publishers, except for a brief quotations in critical articles or reviews. Views experessed by contributors in their articles are entirely their own, and editors and publishers are not responsible for the views expressed by them.]

PRINTED IN INDIA

Published by J.K. Singh for Abhijeet Publications, New Delhi-110002, Lasertypeset by Abhijeet Typesetters, New Delhi and Printed at Milan Enterprise, New Delhi.

Scanned with OKEN Scanner

Contents

Preface *vii*

List of Contributors *xi*

Introduction 13

1. Women Education under Maharani Sunity Devi : A Study of Her Contribution in the State of Cooch Behar 17
   Dr. Sumita Saha

2. Empowering Women through Sport and Physical Activity in India 29
   Dr. Himangsu Poddar

3. Feminism and Feminist Movement in India: A Historical Interpretation 41
   Dr. Manadev Roy

4. Gender Discrimination : A Social Constraint on Women 55
   Dr. Sati Singh

5. Mahasweta Devi and Caste Movement in West Bengal: A Study on 'Mother of Hazar Churasi' 60
   Rajarshi Maity

6. Rassundari Devi: Self-empowering Journey of a Housewif 74
   Baishakhi Sarkar

Scanned with OKEN Scanner

5

Mahasweta Devi and Caste Movement in West Bengal: A Study on 'Mother of Hazar Churasi'

Rajarshi Maity

ABSTRACT

In Mahashweta Devi's story, a mother who had been changed over in the wake of losing her child is enlivened against the setting of the systematic "destruction" of the Naxalites in Bengal during the 1970s. During the level of her vocation, one such renowned dissident, Mahasweta Devi, composed for eighteen hours every day, revealing insight into the difficulty of those living under the equitably masked dictator system. She upheld for the strengthening and freedoms of the Lodha and Shabar clans in the Indian provinces of West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh. She is perceived for daring to confront serious areas of strength for the that most of the male creators of the day dreaded. She advanced into the reference point for the muddled thoughts of the clans and the results of the situation, known as the Naxalites. Mahasweta uncovered the counter tribal, enemies of ladies, hostile to poor, and against turner medieval system. With the guide of her picked work "Mother of 1084" and a couple of others, the ongoing

Scanned with OKEN Scanner

NAVIGATING DIVERSITY IN A TAPESTRY OF CULTURES

INDIA & IDENTITY

SOME REFLECTIONS

DR. FIROJ HIGH SARWAR
BISWARUP GANGULY

Scanned with OKEN Scanner

BLUEROSE PUBLISHERS
India | U.K.

Copyright © Dr Firoj High Sarwar & Biswarup Ganguly 2023

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author. Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the publisher assumes no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

BlueRose Publishers takes no responsibility for any damages, losses, or liabilities that may arise from the use or misuse of the information, products, or services provided in this publication.

For permissions requests or inquiries regarding this publication, please contact:

BLUEROSE PUBLISHERS
www.BlueRoseONE.com
info@bluerosepublishers.com
+91 8882 898 898
+4407342408967

ISBN: 978-93-5989-833-9

Cover design: Muskan Sachdeva
Typesetting: Rohit

First Edition: December 2023

Scanned with OKEN Scanner

48. Development of Education and Knowledge System in Medieval Bengal: A Survey of 13th to 16th Century.....532
Gopal Singha

49. Three Distinguished Women of British Indian: Kadambini Ganguli, Sarala Devi Chowdhury & Matangini Hazra 548
Namrata Dutta

50. Limitation of Women's Participation in Indian Politics: A Political Survey..... 559
Priya Dutta

51. Feminism and Intersectionality in India: Challenges and Opportunities 569
Rajarshi Maity

52. Mahasweta Devi's Draupadi: A Historical Perspective and the Role of the State..... 582
Sukanta Barman

Authors' Identity..... 596

Scanned with OKEN Scanner

Feminism and Intersectionality in India: Challenges and Opportunities

Rajarshi Maity

It has become a staple of feminist activism to ensure that diverse, converging persecutory systems are used to shape women's lives. Antiracist movements are where this understanding that persecution is most definitely not a particular cycle or linked political connection but is instead best seen as constituted of various, unifying, or united frameworks begins. Women's rights activists examine the claim that women's oppression may be discovered by looking solely at their orientation. The lengthy and painful heritage of its rejections is perhaps "the most pressing challenge confronting contemporary feminism," and intersectionality is offered as a speculative and political answer. The "primary commitment that ladies' examinations have made to date" has been praised as the intersectionality theory[1].

Women's activist artistic analysis has existed for around 200 years at this point. This academic analysis is made in light of the perception of women's circumstances in the long run and accomplishment of their unique and helpful activity without assistance from anyone else. Feminism serves as the foundation for scholarly research of women's activist movements. Two waves of feminism have come and gone. In the Primary Wave, women had successfully fought for their social liberties, the opportunity to pursue higher education, and the ability to obtain positions in the relevant business sectors. The fact that this wave served as a prelude to later women's activists' more profound and unpretentious social activism was more significant. The Second Wave, also known as the Ladies' Freedom Movement,

Scanned with OKEN Scanner

ISBN: 978-93-91535-57-5

Certificate

VI[TH] INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH, ANALYZE, COMMUNICATE AND EVALUATE

THE CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Rajarshi Maity

Sardar Patel University, Balaghat

FOR PARTICIPATING AND PRESENTING HIS/HER PAPER TITLED

Penetrating Realms: An In-Depth Analysis of
Social Realism in Selected Novels by Khushwant Singh

DURING VI[TH] INTERNATIONAL CONFERENCE RACE-2023 HELD ON 28[TH] AUGUST 2023

ORGANIZED BY:

DOLPHIN (PG) COLLEGE OF SCIENCE & AGRICULTURE, CHUNNI KALAN, PUNJAB, INDIA

AFFILIATED TO PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA AND ACCREDITED WITH 'A' GRADE BY NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL (NAAC)

IN ASSOCIATION WITH

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF RESEARCH AND DEVELOPED ORGANIZATION (IARDO)

[UNDER THE BANNER OF INDIA EDUCATIONAL CHARITABLE TRUST (REGD.)] GHAZIABAD INDIA

D855

Er. Vibhav Mittal
Vice Chairman, Dolphin Group of Colleges
Fatehgarh Sahib & Dehradun

RACE 2023

www.iardo.com

Dr. A.K. Sharma
Director, IARDO

ISBN: 978-93-91535-95-7

CERTIFICATE

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL RESEARCH TRENDS IN HIGHER EDUCATION (ICGRTHE-2023)

This Certificate is presented to

Rajarshi Maity

SARDAR PATEL UNIVERSITY, BALAGHAT

www.iardo.com

For participating and presenting his/her paper titled

Khushwant Singh's Literary Canvas: Exploring Social Realism in Chosen Novels through Critical Analysis

during the International Conference ICGRTHE-2023 held on 30th September 2023

Organized by:

Trinity Academy of Engineering, Pune

Accredited by NAAC with 'A+' Grade

(Approved by AICTE, New Delhi, Govt. of Maharashtra & affiliated to Savitribai Phule Pune University)

In association with

International Association of Research and Developed Organization (IARDO)

[Under the Banner of India Educational Charitable Trust (Regd.)] Ghaziabad (India)

Principal Dr. Nilesh J. Uke	Prof. & HOD Computer Engg. Dept. Dr. Mukund B. Wagh	Asst. Professor Mechanical Engg. Dept. Dr. Manoj K. Chaudhary

T5131

ICGRTHE 2023

Conference World

www.conferenceworld.in

RACHNA

GENDER, SEXUAL/OTHER IDENTITIES IN THE EASTERN HIMALAYA

Edited by MONA CHETTRI
with KTIEN HIMA & NIKITA RAI

Eastern Himalaya Series:

Gender, Sexual/Other Identities

Series Editor

MONA CHETTRI

Co-Editors

KTIEN HIMA, NIKITA RAI

RACHNA

Rachna Books & Publications
Development Area
Gangtok 737101
Sikkim

rachnabooks.com
mail@rachnabooks.com

First published in paperback by Rachna Books & Publications 2022

Copyright © Rachna Books and Publications, 2022

ISBN: 978-81-89602-13-0

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Typeset in Garamond Premier Pro by Jojy Philip, New Delhi
Cover design by Karchoong Diyali
Printed at Thomson Press India Ltd.

All rights are reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without written permission of the publisher.

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published.

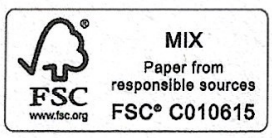

Contents

Notes on Contributors vii

Notes on the Editors ix

Acknowledgements xi

Introduction: Experiencing, Expressing and Performing Gender/Sexual and Other Identities in the eastern Himalaya 1
Mona Chettri, Ktien Hima, Nikita Rai

1. Queer Tales from the Hills: Reading Two Inaugural Texts from the Darjeeling-Sikkim Himalaya 10
Anil Pradhan

2. Migrant Women Labourers at the borders: The vulnerabilities of seasonal trans-national women labourers in Darjeeling 29
Yojak Tamang

3. Being Plantation Women in the eastern Himalaya: Experiences from Darjeeling and Sikkim 45
Babika Khawas

4. The Fate That Comes with Being Born a 'Cheli Beti' 61
Rinzing Ongmu Sherpa

5. The 'Other' Desires: Exploring Intimate Lives and Sexuality of Disabled and Sorceress Women in Nepali Cinema 72
Jenisha Singh

6. 'For Ladies Only': Neighbourhood Beauty Parlours as Spaces of Desire and Resistance 86
Ranu Kunwar

The 'Other' Desires

Exploring Intimate Lives and Sexuality of Disabled and Female Ghosts in Nepali Cinema

Jenisha Singh

Introduction

Adrienne Rich (1995, p. 250) writes, "I know no woman ... for whom her body is not a fundamental problem: its clouded meanings, its fertility, its desire, its so-called frigidity, its bloody speeches, its silences, its speeches and its mutilations." A woman's body is never free of mediation and interpretations (Suleiman 1998, p. 2). It is constantly under the scrutiny of the male gaze and desire. The female body is seen as a site for constructing the binaries of beautiful/ugly, pleasure/nurturance and angelic/monstrous. A woman's desiring body is situated at the central premises of scrutiny and subsequent meaning-making. While her body is used to construct meaning, she is "denied the opportunity of becoming the meaning creating bodily subject" (Pateman and Gross 2013, p. 147). As Cixous (1976, p. 880) notes, a woman's body "has been more than confiscated from her... has been turned into an uncanny stranger on display." The denial of a claim to one's body likewise signifies a denial of one's sexuality, desires and passion. A woman is thus deprived of laying a claim on her sexuality, passion and desirability in a male society.

A popular proverb in Nepali—*Chhori cheli gaali ko gund* (a daughter is a nest of shame/blame) explicates how women are at once relegated to the realms of shame and honour. It is observed that Nepali women undergo different levels of oppression in every sphere of their lives, be it private or public. The antagonism against women is a result of the deep-rooted patriarchal values of the Nepali society which sees the women's body as a site of reflecting the honour and respectability of the family (Greene 2015,

p. 6; also see Ongmu 2022, this volume). In patriarchal Nepali society, the location of a woman in her family determines her status and respectability in the society. Her image in the social world is a reflection of her image in the domestic sphere. As a bearer of the image of the family, the notion of the family's *izzat* (honour) is attached to her body which ensures the ineffability of her sexuality. Thus, any focus on female desire remains unsolicited. Her sexuality is constructed as a symbol of defiance, her libido perceived as an inherently uncontainable drive which might prove perilous if unchecked. There is a moral hysteria attached to her body, where her body becomes a site of exhibiting the morality of the society (Greene 2015). One of the most significant challenges encountered by Nepali women are constraints on their sexual mobility and autonomy since they are regarded as the transmitters of group values and traditions and elevated to the status of symbol of the community, thereby compelled to assume the burden of reproduction of the group.

Seira Tamang (2011, p. 283) states that the "fiction of the 'Nepali *Mahila*'" was constructed according to the "domestic roles of cooking, cleaning and working exclusively within the household" (Tamang 2011, pp. 282-283). Commenting on the married life of Nepali women, Nemu Joshi (in Mahtab 2016, p. 25) notes, "People here get married to produce children only... what is required is that you have someone to carry on with your lineage." A Nepali woman is expected to present herself in a modest, shy, and highly virtuous manner. Her only space of engagement should be the household. A woman's blatant assertion of her sexuality is seen as eccentric and abnormal. Certain Nepali proverbs like *pothi basnu ramro hudaina* (it is not good for a hen to crow), hints towards the abnormality of sexually assertive women. Within Nepali society, the idea of female sexuality and desire is unnatural and uncommon. Breaking the silence on the tabooization of Nepali women and their inherent sexuality, films of the Eastern Himalayan regions have engaged in voicing the female gaze and desires.

Cinema is a metaphor for life, juxtaposing art and humanity. It portrays experiences which are otherwise repressed in real life (Jung 2001, p. 224). Films are a signifier of social and cultural meaning. Films can also be seen as an anthropological vehicle of depicting society as it is, in its bygone, existing, and subsequent constructions. In postmodern culture, films act as a looking glass for reality. Films are not what one perceives as a means of escape from our predicaments but a means of representing our unconscious concerns.

Having attributed films its realistic aspect, however, it is important to note that it does not project reality in its absolute state, but a reality that society reflects.

Films made in the Eastern Himalaya have evolved in recent years, from being a source of sheer entertainment to a social and responsible cinema, thus holding a decisive influence on the masses. Slowly but surely, filmmakers and artists from the region are working on social issues and creating awareness amongst their viewers. These films are also creating spaces for women to affirm themselves as sexual subjects capable of fashioning their sexuality, and not simply existing as objects of patriarchal scrutiny. By depicting women in intimate relationships, Nepali films question the boundaries between the respectable/disrespectable, representable/non-representable and the natural and unnatural female sensations and sensualities (Padva and Buchweitz 2017, p. 1). This chapter studies the notion of love, sexuality, intimacy and desire in two Nepali films, *Kathaa* (2018) and *Dhurba Tara* (2015). By analysing the characters of a disabled woman, Kumari, and a female ghost, Tara, as portrayed in these Nepali horror romance films, the chapter will attempt to understand how the notions of sexuality, intimacy and desire are (re)defined and negotiated by the disabled and superhuman female body. It will further investigate how non-human intimacy serves as a means of fulfilling what is rejected and unfulfilled in reality.

Contesting Bodies, Contesting Spaces: A Disabled Woman and Female Ghost as the Intimate Other

The discourse of creating the Other lies at the heart of culture and society. Simone De Beauvoir (2011, p. xii-x) explains that, "otherness is a fundamental category... no group sets itself up as one without at once setting up the Other against itself." Paul Santilli (2007, p.3) further explains:

> "Every collective human order, insofar as it comprises an understanding of itself, is also haunted by figures and shapes with which it tries to identify its Other. It suffers from the phantasms of what lies outside its comprehension, alien figures, obscure, dangerous, or contemptible denizens of those amorphous regions defined only by its primal silences, exclusions, and rejections."

The disabled and the female body are the most otherised within society, both symbolically and literally. Bodies are texts in which we can read the ideological premises of the social institutions, social discourses and social forms. Bodies are metaphors for defining the social world and the meaning that society attaches to it. Bodies are sites where society signifies its inclusion and exclusion of certain subjects. The body is not taken as simply a part of nature but becomes cultural and political. Inequalities and discrimination based on disability inscribe on the body the notions of human-ness and non-human-ness, desirable and undesirable. Tom Shakespeare (1994, p. 283) states that the culture of "othering" disabled people and women are at the core of social stereotypes and oppressive structures. While the impaired body is seen as "deficient and inherently anomalous," women's physical attributes are considered inferior compared to men. The two films that we study here likewise represent how the female body is otherised based on its femininity and disability. Kumari, a woman with a disability in the film *Kathaa*, is seen as a less desirable subject, devoid of sexuality and intimacy, while Tara in *Dhurba Tara* is able to assert her desires and sexuality only after she leaves the natural human body.

Kathaa, written and directed by Prashant Rasaily, portrays the tragic love story of Kancha and Kumari, a verbally disabled couple living in a small village in the hills of Sikkim. Passionately and emotionally charged, the story of Kancha and Kumari confronts the binaries of abled and disabled and the disabled's claim to love and intimacy. Located in a village in Mirik Valley, *Dhurba Tara*, a film by Nikky Nawang Golay, narrates the romantic experience of an unlikely pair Dhurba and Tara. Dhurba is a quiet and reserved man, a porter by profession, who falls for a beautiful yet mysterious woman named Tara. The only constraint in their love is that while Dhurba is a man by nature, Tara is a *kalo chaya* (an evil shadow), a ghost. Both the films present the struggles of love and intimacy between unlikely and unnatural pairs. The films, by narrating the tale of love and passions of the disabled and a female ghost, ponder upon the radicalism of love and intimacy to challenge the binaries of human/non-human, abled/disabled and establish women as the powerful autonomous agents in a romantic relationship. Masquerading as family romance, these films unleash an excess of female sexuality that cannot be contained without recourse to the supernatural, or indeed the unnatural. By blending drama, romance and horror, the films present women as agents of resistance against their society's discourse of othering.

Kathaa begins in dark lighting with a *jhyakri* (shaman) informing Sonam (Kancha's friend) that:

> "There is one problem I figured that is upsetting the village ... There is a woman who died in distress ... Her spirit haunts and roams this village ... She is fair, has a round face. Not too tall, not too short. It's been many years since she's dead, but her spirit still roams the village. Her spirit needs to be sent off."

Barbara Creed (1993, p. 37) observes that, "all human societies have a conception of the monstrous-feminine, of what it is about a woman that is shocking, terrifying, horrific, abject." The recognition of the abject is followed by its radical exclusion from the place of the living subject. The spirit which Sonam identifies as that of Kumari threatens life and as the *jhyakri* suggests, must be "propelled away from the body and deposited on the other side of the imaginary border which separates the self from that which threatens the self" (ibid, pp. 39-40). At the very beginning of the film, we are informed of the non-human status of Kumari. As the next scene immediately introduces us to Kumari, we realise that she is verbally disabled, where her primary means of communication is through her bodily expressions.

The idea of constructing a dual identity of Kumari, as a ghost and a disabled woman, underlines the interrelationship between disability and monstrosity. Godden and Mittman (2019, p. 26) state that not having ontological statuses themselves ... disability and monstrosity are not just similar in their categories of "otherness." They argue that able-bodied-ness is a temporary status, but disability is one identity marker that every person would undergo in life. Similarly, the definition of the monster as a deviation from the normal human-ness, then means that all are monsters, since like the temporality of able-bodied-ness nothing ever remains the same. Instead, the boundary between the normal and deviant are so absorbent that the distinction dissolves instantly (ibid., p. 26). Kumari's entire existence revolves around loving and caring for Kancha, as her mother says:

> "You are never home. All you do is pack food and rush to that shepherd. A good whacking is all you need, a whacking. I buy some sugar, milk and it goes to that shepherd, hot rice for Kancha, everything for Kancha ... only Kancha, only Kancha."

At one point her mother questions, "What do you even get doing that? Wasting everything on that shepherd." At first glance, Kumari's interaction with Kancha establishes her as a typical traditional woman in a romantic relationship. Todd (2013, pp. 3-4) observes that love is socially seen as a woman's territory, where the fostering of love is primarily a woman's task. Men and women engage in romantic affinities in an asymmetrical manner where the women renounce their self-identity and submissively accept the male counterpart and their relationship as her only identity. She enters into a hetero-real construction of always identifying her "self" with the man. As such, romantic love is criticized by Friedman (1998, p. 169) as a "curse", which entraps women in a patriarchal universe. Shulamith Firestone (2003, p. 78) perceives romantic love as the core of women's oppression. She argues that romantic love is a mechanism employed by the male power to keep women from realising their condition.

However, alternatively Kumari's act of caring for Kancha can be read as an act of sexualizing and feminising herself. For the villagers and her mother, Kumari is not "able enough" to be a "complete woman." Her identity as a disabled person overpowers her identity as a woman. Disabled women are deemed asexual and unfeminine which thereby builds in them a sense of "roleless-ness." They become socially invisible and their feminity is invalidated. Kumari is seen by the villagers merely as disabled and considered a less desiring/desired subject. She is perceived as being bereft of sexuality and desires, and hence, her visits to Kancha are not bound by any restrictions. The villagers believe that her disability has eliminated yearning and passion within her; Kumari's growing sexual needs and desire are dismissed because she does not live up to the fractured ideal of the womanly abled body being the quintessence of sexuality. With Kumari acting as an unconventional female lover, she does not fall victim to patriarchy, rather she claims her essential femininity which is denied to her by society (Davis 2006, p. 285). It is also important to observe that although Kumari feeds Kancha, she never cooks or cleans after him. She instead takes meals prepared by her mother for him. Her feeding Kancha is her way of being intimate, her expression of love for him. Kumari's intimacy is not only limited to her feeding of Kancha. She is not just a shy, modest, Nepali woman but a sexually assertive female. Immediately after the scene where Kumari feeds Kancha with her hand, the film portrays their sexual consummation.

Their sexual union is rendered visible on screen not through their bodies but through their hand gestures (Fig. 4.1). The camera singles out their hands and gives us a closer look at them. Through Kumari's hand, we see her shyness and intense yearning of capitulating to her desire for Kancha. Kancha's hand is shown to fondle her. Their hands act as a metaphor for sexually motivated bodies. Kumari's hand twirls and turns signifying her sexual climax, while Kancha's hand falls slowly in a tired motion. While this scene, in particular, highlights the sexual appetite of a disabled body, by focusing on the hands of the characters, the film subdues the possibility of visualising the disabled body as a sexual body.

The film advances to Kumari's separation from Kancha, as he leaves the village to earn money. Before leaving, Kancha promises to marry Kumari upon his return. Kumari is extremely disappointed with Kancha's decision. Kumari is more romantically charged than her male counterpart. She challenges what Harlan Hahn calls "asexual objectification" of her body (Davis 2006, p. 283), and asserts herself as a fully conscious sexual being. After Kancha's departure, Kumari falls into a spiral of intense longing for him. The film takes a severe turn when Kumari becomes pregnant with Kancha's child. The news of her premarital pregnancy spreads quickly in the village. Instead of an asexual being, she is now seen as a hypersexual woman. Her unmarried motherhood transforms her image in the society from a passive, weak, childlike and impotent person to a promiscuous woman. Expressing his disgust over her, a villager comments, "Ae... who is the father of that bastard?" and spits on her. From an object of society's pity, she now turns into an object of disgust. Pregnant and abandoned by her mother, Kumari now undergoes shame and humiliation. She is no longer a childlike figure but a woman who has transgressed the norms and morality of society. This exhibits Foucauldian ideas of power and control that defines the norms and creates a deviant, which in this situation was the act of Kumari's sexual relationship with Kancha.

Kumari's sexuality opposes the overarching understanding of disability in the village, it questions the morality and sanctity of women, particularly scrutinizes women's disability which is denied access to sexual cultures. As punishment for transgressing the moral norms of the society, she is boycotted by the villagers. Unable to find food in one of the scenes we see her eating a chicken bone stolen from a dog's bowl. Kumari's pregnancy modifies her identity on two levels. First, she is now a socially recognised hypersexual

woman, second, her pregnancy also instils in her a new marked sense of pride. It is her unborn child which partially fulfills Kancha's absence in her life. Owing to her disability, Kumari was perceived as passive, impotent and sterile but her pregnancy makes her feel like a normal woman. Her pregnancy blurs the difference between her and the other women in the village and threatens the boundaries of the self and the Other. Kumari's pregnancy puts her on an equal pedestal with the able-bodied women in the village. We see a change in Kumari's personality from being a passive, sweet and playful lover to Kancha to a strong and enduring mother. She perseveres through all social discrimination and alienation. However, tragedy strikes, and during painful labour, Kumari dies along with the baby. Some of the village men find her decaying body, seeing which they spit on her and later bury her. Kumari's death and decaying body centres mainly on a pedagogy that exemplifies the transience and the futility of passion and desire. Kumari's fellow villager, a woman, who laughs at the men's disgust over her body, seems to comprehend that Kumari's death was a consequence of her overarching sexuality and desire to transgress the moral and patriarchal norms. Her death alludes to the impermanence of sexuality. The film takes yet another turn when Kumari returns to the village in the form of an evil spirit.

She turns into a ghost and begins haunting the villagers. After her death, Kumari takes on a new identity, one that is beyond human. While death signals her punishment for being overtly sexual, her return as a ghost bestows on her the autonomy to transgress further into regions unimagined. Disabled are considered as surpassing or falling short of the natural characteristics of man, so much that their bodily vulnerability signals towards unnaturalness and non-human-ness. *Kathaa* in presenting us with Kumari, not just suggests a relationship between the disabled and the transhuman, but also a continuity and existence of sexuality outside the living and the humanly. Adrienne Rich (1995, p. 650) rightly states that sexuality is "unconfined to any single part of the body or solely to the body itself." She perceives sexuality as an "energy...omnipresent in the sharing of joy, whether physical, emotional, or psychic" (ibid, p. 81). This extension of sexuality in non-human bodies is captivatingly represented in the film *Dhurba Tara*.

Dhurba Tara is a highly charged, sentimental love story between Dhurba, a porter, and Tara, a ghost. It is a mixture of horror and romance which revolves around Tara's sexuality and sexual vulnerabilities as a ghost.

The film opens with Dhurba telling his mother that he will be going to Panighatta carrying Pala's goods for which he will be paid well. The film portrays Dhurba as a stereotypical man upholding the patriarchal norms of society. Dhurba is disrespectful towards his mother, who holds no significance in his life simply because of her gender. A porter by profession and as the only earning member of the family, Dhurba considers himself superior to his mother. When his mother suggests finding another means of livelihood, he rebukes her and dismisses her words as meaningless. Dhurba perceives only the men in the village as worthy of conversation.

On his way to Panighatta along with his three friends, Dhurba's horse refuses to walk upon entering a jungle. Because of the horse, the men are delayed in their journey. As night falls, they decide to seek shelter in any available house. After walking for some time, they find a house, which is in fact the only house in the entire jungle. In the house lives a young woman named Tara. On seeing the men, Tara unquestioningly accommodates the strangers in her house. On meeting Tara, Dhurba instantly develops a liking for her. She feels familiar to him and he asks her if she used to come to his village's *dhara* (water spring). When Tara prepares roasted corn for him and he happily eats them, Dhurba's friends are shocked by the change in his demeanour. In the company of Tara, Dhurba's masculine demeanour dissolves as he becomes gentle and soft-spoken.

Tara is beautiful, almost ethereal. Her actual identity as a ghost is not realised throughout the film. Dhurba finds her mysterious but never questions her "human-ness." Unlike Kumari whose human-ness was otherised through her disability, Tara's feminine beauty dismisses her non-human-ness. Tara as a ghost transgresses the "metaphysics underlying symbolic boundaries, the boundaries that determine all those categories and classifications that separate kinds of being off from one another" (Santilli 2007, p. 3). Tara immediately begins roasting corn for them, depicting herself as a stereotypical Nepali woman. Her domesticity attracts Dhurba so much that by the next morning he believes he is in love with her. Tara reveals that her parents passed away when she was a child. She has a sister who was studying in Kurseong. She reveals no other information about herself. When asked by Jojo (one of Dhurba's friends) if she is not terrified to live alone in a jungle, Tara replies, "I do feel scared, but what else can I do?"

Unlike Dhurba who is vocal about his feelings for her, Tara on the other hand appears guarded and closed. It is only after Dhurba's fervent pursuit

of her that Tara begins to develop closeness with him. Their love is shown as purified mutual affection. Tara does not give in to Dhurba's declaration of love easily. For her, even though a ghost, virginity is of great importance. Her sexual chastity on meeting Dhurba is the only state of human-ness that she carries with her. Further, it is her resistance towards his pursuits that confers her with power, significance and prestige. She accepts him only at her own volition. As Tara begins to romantically engage with Dhurba, certain paranormal activities also begin to take place around Dhurba. Dhurba is shown to be in a trance-like state without Tara, and a shaman warns his mother about a bad spirit haunting the house. When his mother warns him that a bad spirit has been residing in the house, Dhurba retorts that ghosts and spirits are not real, an imagination of the shaman. He fails to realise that he has transcended the boundaries of the real and rational to form an intimacy with the unreal, the paranormal. Further, Tara embodies the female gaze in the film. While at the beginning of the film, we see Tara as an object of Dhurba's male gaze and desire, as the film progresses, the dynamics of the gaze reverses. Dhurba becomes an object of the femme fatale gaze. As a ghost, Tara has the opportunity to gaze at Dhurba even in her bodily absence. In several scenes, in the film, we see how Tara's shadow keeps staring at Dhurba's sleeping body. Dhurba becomes the object of her desire and lust. By placing her gaze on him, Tara usurps the powerful male gaze.

Tara's approach towards love, intimacy and sexual relationship is different from that of Kumari and other female lovers. It is important to note that it is difficult to give a single definition of female sexuality since "woman" is not a homogeneous category. Women's sexuality is not only an individual and personal experience embedded in the physical and material realities of bodies and biology, personal sexual identities, but is also influenced by interpersonal context, life experience, cultural meanings, gendered dynamics of power and oppression, and layers of silence in the family and society surrounding sexual identity. Tara constantly challenges Dhurba's love for her—"Do you love me? How can I trust you?" While trusting Dhurba emotionally is demanding for her, forming a premarital sexual relationship with him does not unnerve her.

Tara does not belong to one category of the dominant dichotomous good versus bad notions regarding women's sexuality and sexual expression. Women are given two options, first to become a sexual temptress who is ultimately disciplined through rejection or seclusion; second, to be the virgin,

pious one waiting to be rescued by a man (Daniluk 2003, p.34). Tara does not fit into the two because she "ghost[s] the margins of ... unrecognizable, [she] def[ies] our accredited norms of identification" (Santilli 2007, p. 3). She is someone who does not respect boundaries and threatens identity. She is neither good nor evil, subject nor object but something that transgresses these very differences. For Tara, embracing Dhurba sexually is acceptable but accepting his love is not. Dhurba's declaration of love and his proposal to marry her becomes a source of strain in their relationship.

The idea of marriage is central to the narratives containing female ghosts, as marriage is a medium through which ghosts can re-enter the human world, in the body of the wife (Zipes 2015, p. 189). However, when Dhurba proposes marriage to Tara, she refuses. Tara's refusal to marry Dhurba is a radical act in itself, as she desires to remain free from the societal constraints and responsibilities of married life. Her rejection of Dhurba poses a real threat to the patriarchal regulations of women and her sexuality. Though she mostly appears subversive before a hot-headed Dhurba, Tara has the strength to overpower and terrify him and other living males.

The film progresses to Tara finally agreeing to marry Dhurba. However, on the day of their marriage, Dhurba falls severely ill. His friends leave to meet Tara and deliver her the news of Dhurba's sickness. When they reach Tara's house, they find it locked. Confused, they ask three passers-by about Tara's whereabouts. The three men in a state of disbelief answer, "Tara has been dead for over a year. We buried her with our own hands." On knowing Tara's true identity, the men rush to find Dhurba and save him from her clutches. The scene shifts to Dhurba meeting Tara at their usual meeting place (Pitledara). When Dhurba sees Tara waiting for him near a tree he says, "Tara, look, I have come to marry you." Upon realising that Dhurba has come to her fighting against his sickness, Tara breaks down and starts crying. Dhurba consoles her saying, "I know Tara, you were worried that I would break my promise and not come to marry you, but look at me, I am here for you. I have come just for you." Tara sadly looks at Dhurba and replies, "Dhurba, I am not what you think, I don't deserve your love."

She further says:

> "I never had good intentions for you Dhurba, I am a *kalo chhaya* (evil shadow), I wanted to ruin you, but your true love has changed me. I

never knew you could love me like this, your love has changed me for the better."

Dhurba, though shocked at the revelation of her real identity, asks her to marry him and stay with him. For Dhurba her identity as a non-human does not matter as long as she loves him. Tara however once again rejects him saying, "Dhurba, if I can live without you, you also have to learn to live without me," and slowly disappears into a fog. She does not reciprocate his love and claims to be beyond human love. She refuses to be (re)defined in a heteroreal structure. Her leaving of Dhurba is also an act of transcending the patriarchal expectations from a woman in love. The ending of the film, where we see an unkempt and lunatic looking Dhurba sitting in Tara's house, hints at the dependency of the male counterpart on the female. While Tara has the power to leave Dhurba and retain her identity, Dhurba on the other hand subsumes his identity and turns into a madman, away from the real world.

Conclusion

The figure of the ghost represents a deviant other whose demeanour and actions are deemed as manifestations of the moral and social ills in society. Through the figure of female ghosts Tara and Kumari, the films respectively challenge the notions of normality which is embodied by the patriarchal and heteronormative society. Tara and Kumari tell us about feminine subjectivity in socio-cultural contexts. They disrupt patriarchal narratives, make an absence present and give expression to how women are rendered invisible.

As horror-romance films, *Dhurba Tara* and *Kathaa* subvert and destabilise gendered subjects in a given society. These films ideally represent existent and imagined apprehensions over the way women engage with their male counterpart, and the way they experience, exemplify or employ their femininity (Subero 2016, p. 2). Kumari and Tara are women who assert their sexuality and navigate through their needs and desires. Sexuality becomes a tool of claiming power over the exclusive society. The power of sexuality rests in its potentiality of constructing spaces for (re)creation of identities. Sexuality enables them to uncover or build alternative spheres and modes of being in place. It helps them find a place and space to define their "self" and challenge the prescribed identities of disabled and non-human. It facilitates

them in discovering a place or space to (re)define themselves. Their assertion of sexuality subverts, transgresses and transforms oppressive spaces.

The two films also present us with the concept of sexuality and intimacy beyond the notions of the abled and the human. Kumari and Tara both break the stereotype of romantic love as being only for the abled and the human. These films swerve from the male monster/female victim dichotomy by offering characters of a vengeful female ghost, thereby removing gender hierarchies. Although the women in these films may start as vulnerable objects of the male gaze and desire, they take charge of their situation, while also complicating the nature of the feminine identity. It is also interesting to look at the male characters in the two films respectively. While Kumari tragically dies but returns as a ghost, her male counterpart, unable to bear their separation, turns into a mad man and ultimately commits suicide. Tara, as a strong woman, ends her relationship with Dhurba and leaves, while Dhurba, unable to deal with her loss, like Kancha, turns into a mad man. By portraying the male lovers as "mad" and lost without their female counterparts, the film also points towards the strength and power that women have in intimate relationships. With both Kancha and Dhurba taking on the role of madmen, the films predict the systematic dismantling of patriarchy.

References

Beauvoir, S., Borde, C., Malovany-Chevallier, S. & Rowbotham, S. 2011, *The Second Sex*, London, Vintage Books.

Creed, B 1993, *The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis*, Abingdon, Oxon, Routledge.

Cixous, H 1976, 'The laugh of Medusa' (1975), *Signs*, vol. 1, no. 4, pp. 875-893.

Daniluk, J.C 2003, *Women's Sexuality Across the Life Span: Challenging Myths, Creating Meanings*, New York, Guilford Press.

Davis, L. J (ed.) 2006, *The Disability Studies Reader*, Abingdon, Oxon, Routledge.

Friedman, M 1998, 'Romantic love and personal autonomy', *Midwest Studies in Philosophy, 22*, pp. 162-181.

Firestone, S. 2015, *The Dialectic of Sex*, London, Verso.

Godden, RH & Mittman, AS (eds.) 2019, *Monstrosity, Disability, and the Posthuman in the Medieval and Early Modern World*, Cham, Palgrave Macmillan.

Greene, S 2015, 'Gender and Sexuality in Nepal: the experiences of sexual and gender minorities in a rapidly changing social climate', *Independent Study Project (ISP) Collection*, viewed 10 December 2020, Academic Search Complete database, *Digital Collections*, https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2093

Jung, C. G 2001, *Modern Man in Search of a Soul*, Abingdon, Oxon, Routledge.

Mahtab, N (ed.) 2016, *Revealing Gender Inequalities and Perceptions in South Asian countries through Discourse Analysis*, Hershey PA, Information Science Reference.

Padva, G & Buchweitz, N (eds.) 2017, *Intimate Relationships in Cinema, Literature and Visual Culture*, Cham, Palgrave Macmillan.

Pateman, C and Gross, E (eds.) 2013, *Feminist Challenges: Social and Political Theory*, Abingdon, Oxon, Routledge.

Rich, A 1995, *Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution*, New York, WW Norton & Company.

Shakespeare, T 1994, 'Cultural Representation of Disabled People: Dustbins for Disavowal?', *Disability & Society*, vol. 9, no. 3, pp. 283-299.

Santilli, P 2007, 'Culture, Evil, and Horror', *American Journal of Economics and Sociology*, vol. 66, no. 1, pp. 173-193.

Subero, G 2016, *Gender and Sexuality in Latin American Horror Cinema: Embodiments of Evil*, London, Palgrave Macmillan UK.

Suleiman, S.R (ed.) 1986, *The Female body in Western Culture: Contemporary Perspectives*, Cambridge, Mass, Harvard University Press.

Todd, E 2014, *Passionate Love and Popular Cinema: Romance and Film Genre*, London, Palgrave Macmillan.

Tamang, S 2011, 'The politics of 'developing Nepali women'', in Visweswaran, K (ed.), *Perspectives on Modern South Asia: A Reader in Culture, History, and Representation,* (pp. 280-288), Malden, Wiley-Blackwell.

Zipes, J, Greenhill, P. & Magnus-Johnston, K (eds.) 2015, *Fairy-tale Films beyond Disney: International Perspectives*, New York, Routledge.

Videos:

OSR Movies 2017, *Dhurba Tara,* online video, https://www.youtube.com/watch?v=8PHTqJt2LnQ (accessed 10/12/2020).

Sikkim Tube 2018, *Kathaa*, online video, https://www.youtube.com/watch?v=p68c_I64mMw&t=6085s (accessed 10/12/2020).

Azadi Ka Amrit Mahotsav

History, Achievements & Challenges

Vol-II

Edited by

Dr. Suhas Roy

The Right to Education In India : Challenges and Prospects

Subhojit Kundu

Abstract

According to the Indian Constitution, one of the proposals or steps taken in the Constitution to protect the basic needs or rights of every citizen is fundamental rights. Apart from the basic needs, 'Education' is one of the major piller of the modern civilised society and Right to Eduction is also one of the essential demand to build a civilised society. On 4th August, 2009, The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 was enacted by the Parliament of India. It describes modalities of the importance of Free and Compulsory education for children aged between 6-14 years in India under Article 21(A) of the constitution of India (Inserted by the 86th Constitutional Amendment, 2002). It prescribes minimum norms for elementary schools, Prohibits unrecognised schools from practice and advocates against donation fees and interviews of children at the time of admission. The present paper begins with a hinstorical prestive of Indian Education and salient features of the said Act and also importance of the Education for children. The focal question which arises is, has the Government succeeded in its motive by passing the Right to Education Act or has failed in providing Right to Education. The main purpose of this paper is how to overscome the challenges in providing Education to all.

Keywords : Fundamental Rights, Parliament, Right to Education, Constitutional Amendment.

Contents

Subject		Page No.
1. Political Culture in India : Overview	– Dr. Kalyan Kumar Sarkar	9
2. Nep 2020 and Higher Education	– Dr . C. Diwakar	25
3. Philosophical basis of the indian constitution	– Eshwarappa	37
4. Quality of Teacher : National Education Policy (2020)	– Dr. Tulika Chakraborty	45
5. The Right to Education In India : Challenges and Prospects	– Subhojit Kundu	62
6. Women's Rights in India: An Analytical Study of The United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and The Constitution of India	– Atul Ch. Biswas	71
7. National Education Policy 2020: Opportunities and Challenges in Teacher Education	– Dr. Krishnendu Roy	87
8 Role of Social Media in a democracy: Insights from India	– Rajib Saha	104
9. Re-examining Educational Challenges, Status and Rights of Transgender in Recent Times in India	– Puja Dutta	116

AZADI KA AMRIT MAHOTSOV : HISTORY, ACHIEVEMENTS & CHALLENGES

(A Collection of Essays)

Edited by Dr. Suhas Roy

©: S. R. Fatepuria College, Beldanga, Murshidabad

First Published : 2nd October 2022

Published by : Kalyan Kumar Das
Nabapally, Karbala Road, Panchanantala
Berhampore, Murshidabad (W.B)
Mobile : 9474041130

Printed By : Shilpanagari Printer
Berhampore, Murshidabad.(W.B)

ISBN : 978-93-84487-89-8

Price : Rs. 550/-(Five Hundred fifty only)

AZADI KA AMRIT MAHOTSOV :

HISTORY, ACHIEVEMENTS & CHALLENGES

Voll- II

Edited by

Dr. Suhas Roy, Principal

S. R. Fatepuria College, Beldanga, Murshidabad

SHILPANAGARI PRAKASANI

Berhampore, Murshidabad.

11. RELEVANCE OF GANDHIAN APPROACH TO GRAM SWARAJ IN THE CONTEXT OF RURAL DEVELOPMENT THROUGH PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIS) IN INDIA - Bijoy Das 103

12. From Khadi to 'Make in India': The evolution of Swadeshi Ideals- Nithiya Sri M 113

13. Gandhi's View on Environment- Bhumidhar Roy 124

14. Gandhi's View of Religion and Its Relevance in Contemporary India- Shehnaz Salahuddin 132

15. ENVIRONMENT, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MAHATMA GANDHI - Dr. ANASUYA MAJUMDAR 142

16. Gandhi's View on the Status of Women- Dr. Rajesh Kumar Pramanik 152

17. Relevance of Gandhian Concept of Trusteeship: Through the Initiative of Corporate Social Responsibility (CSR) of Corporate and Business Houses in India - Subhojit Kundu 162

18. GANDHIJI ON THE ROLE OF WOMEN IN INDIA: AN OVERVIEW- Rituparna De 171

19. Gandhi's view on women's status in securing gender equality: with special reference to the Indian constitution- JAYANTA BARMAN 178

20. An Overview of Women's Status in India: Understanding Women through the Lens of Gandhian Perspectives- Nilima Chhetri 186

21. Realisation of Atmanirbhar Bharat in the light of Gandhiji's vision of Khadi- BINOY RABIDAS 197

22. Gandhi's Views On Casteism And Untouchability: A Debate Between Gandhi And Ambedkar- ISHANI DUTTA 207

Why Does Gandhi Matter : Relevance of Different Aspects of Gandhian Thought in Modern India

EDITED BY Dr. Suhas Roy, Mr. Narattam Biswas & Mr. Soumalya Ghosh

© Sewnarayan Rameswar Fatepuria College

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or used in any manner without written permission of the copyright owner except for the use of quotations in a book review.

ISBN : 978-81-974693-1-2

First Published : June 2024

Published by Anjan Saha for Avenel Press, Memari, Purba Barddhaman, West Bengal 713146, India
Sales Office : 12/1A Bankim Chattarjee Street 2nd Floor
Opposite Sanskrit College, Kolkata - 700 073

email : avenelindia@gmail.com; avenelpress34@gmail.com
website : www.avenelpress.in

Cover design : Babul Dey

Type set by R. D. Computers

Printed by Gita Printers 126A Keshab Chandra Sen Street, Kolkata - 700 009

Why Does Gandhi Matter: Relevance of Different Aspects of Gandhian Thought in Modern India

EDITED BY :

Dr. Suhas Roy

Mr. Narattam Biswas

&

Mr. Soumalya Ghosh

AVENEL PRESS

অধ্যাপক B. K. Lal তাঁর "Contemporary Indian Philosophy" - গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দর্শন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন —

> "একজন দর্শনের ছাত্রকে অপরিবর্তনীয় ভাবে সমস্যা
> মুখোমুখি হতে হবে, যখন সে চেষ্টা করবে এমন
> একজন চিন্তাবিদকে বোঝার - জে একজন কবিও।"

দর্শনে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাহলো প্রথম সাক্ষ্য- প্রমান সংগ্রহ এবং তারপর ওই সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে অবরোহের আকারে সিদ্ধান্ত নিঃসৃতকরণ। কিন্তু কবি দার্শনিক যুক্তি প্রণালীতে আদৌ আগ্রহী নয়। তিনি হলেন সত্য দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি সত্যকে উপলব্ধি করেন। সরাসরি তাঁর 'কাব্যিক রূপকল্প' বা 'Poetic Images' থেকে। আর একজন দর্শন পড়ুয়ার কাজ হলো কাব্যিক রূপকল্পের পশ্চাতে কবির যে সত্য দর্শন- তাকে উপলব্ধি করা ও আবিস্কার করা।

ভারতীয়গণ দর্শন বলতে 'দৃষ্টি' বা 'সত্য দর্শন' কে বোঝায়, রবীন্দ্রনাথ 'দর্শন' শব্দটিকে উক্ত অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন। আর এই জন্যই তাঁর চিন্তায় 'ব্যাক্তিগত উপলব্ধি' – এতো গুরুত্ব লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানব ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন-

"আমার ধর্ম কবির ধর্ম, আমি যা কিছু অনুভব করি তার উৎস হলো দৃষ্টি, জ্ঞান নয়। পরিষ্কার করে বলতে গেলে একথা স্বীকার করতেই হবে আমি কখনও অমঙ্গল (Evil) অথবা মৃত্যুর পর কি হয়? সে সম্পর্কে কোনো সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পারব না। তবে আমি নিশ্চিত, এমন এক মুহূর্ত নিজের অভিজ্ঞতায় আসবে, যখন আমার আত্মা অসীমকে স্পর্শ করবে এবং এর দ্বারা অনন্ত চেতনার অধিকার হয়ে আনন্দে আলোকিত হবে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই জাতীয় উপলব্ধির ব্যাখ্যা দর্শনের ছাত্রের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করে। কারন দর্শনের ছাত্ররা কতকগুলি দর্শন স্বীকৃত সমস্যা নিয়েই আলোচনা করতে অভ্যস্ত। তাঁর কাছে প্রথাসিদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারা সম্ভব নয়। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা হলো 'ব্যাক্তিগত উপলব্ধি' – কে হৃদয়াঙ্গম করা। তাই এই জাতীয় চিন্তনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দর্শনের ছাত্রদের দেওয়া যথাযথ হবে না।

রবীন্দ্রদর্শনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল – ভারতীয় চিন্তাধারা, যেমন - উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা এছাড়াও রবিদাস, নাঙ্ক আর কবিরের নানা কাব্যিক কথাবার্তাও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দর্শনে। কবির কাব্যিক ঢঙে প্রকাশিত হয়েছে - 'বৈষ্ণববাদ' ও 'ভক্তমার্গ' এর মাধ্যমে। তাঁর দর্শনে উপনিষদ বিমূর্ত নৈব্যক্তিক প্রকৃতির ব্রহ্মের সঙ্গে ভক্তি মার্গের ব্যক্তিগত ঈশ্বরের মেল বন্ধন ঘটিয়েছেন। জ্ঞান লাভ করেছেন, এমন এক দৃষ্টি যা তাঁকে গভীর ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস এনে দিয়েছে, যে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজিত সত্য-ব্রহ্মও। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনে শঙ্করের বিমূর্ত অদ্বৈতবাদের (Abstract Monism) সঙ্গে এক বিশেষ ধরনের ঈশ্বরের

– তা অবশ্যই লক্ষ করা যায়, যেমন বিশেষতঃ 'সামঞ্জস্যই সৌন্দর্যের প্রকাশ, অসামঞ্জস্য অসুন্দর'। নগর কেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন মানসিকতা যে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশে অক্ষম – এই উপলব্ধি গান্ধীজী রবীন্দ্র দর্শন থেকে লাভ করেছিলেন। যেমন

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর....."

তবে একথাও বলা যাবে না যে, গান্ধীজী ব্যতীত সমসাময়িক যুগে কিংবা আধুনিক চিন্তাবিদদের মধ্যে রবীন্দ্র দর্শনের প্রভাব পড়েনি। এখানে অনেক বিতর্ক থাকলেও আধুনিক চিন্তাবিদরা 'Ecology' বা 'বাস্তবতন্ত্রবাদ' নিয়ে এত কথা বলেন বীজ রবীন্দ্র দর্শনেই সুপ্ত ছিল। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে বিজ্ঞানের বাস্তুতন্ত্র বিদ্যা নিয়ে ব্যপক আলোচনা শুরু হয়েছিল, আজও সেই আলোচনা বিজ্ঞানের সীমানা থেকে প্রসারিত হয়ে নীতিবিদ্যা, দর্শন, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতির সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রসারিত হয়েছে। 'Ecology'- এর মূল ভাবনা 'সামঞ্জস্য'- যদিও নান জটিল প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানে 'Ecology' এর মূল কথা হল প্রাকৃতিক ভারসাম্য। মানব জীবন ও অন্যান জীব ও জড় পদার্থের ভারসাম্যের কথা বলা হয়- তাঁর মূল কথা এই সামঞ্জস্য। সুতরাং আধুনিক ওই বাস্তববিদ্যা সম্পর্কিত চিন্তা যে অনিবার্য ভাবে রবীন্দ্র দর্শনের প্রভাব তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই আজও জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে বাঙালি তথা ভারতবাসী রবীন্দ্র দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজের জীবনকে স্বার্থক করে তুলেছেন – একথা অনস্বীকার্য। তাই বলা যায় বিংশ শতকের ও বিংশ শতক ছাড়িয়ে আজ একবিংশ শতাব্দীতেও রবীন্দ্র দর্শনের প্রভাব চখে পড়ার মত।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Lal, Basant Kumar (1973). *Contemporary Indian Philosophy.* Motilal Banarsidass.

২। Radhakrishnan, S. (1918). *The Philosophy of Rabindranath Tagore.* Macmillan.

৩। মানবধর্ম- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী

৪। আত্মপরিচয় – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫। ধর্মের অধিকার, সঞ্চয় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। শিক্ষার মিলন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। রাজা ও প্রজা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮। রবীন্দ্র-চর্চা অনুদর্শন – সম্পাদনায় সুনীলময় ঘোষ, সাহিত্যম, কোলকাতা-৭৩

৯। প্রসারিত রবীচ্ছায়া – উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা-৭৩

১০। বিশ্বপরিচয় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী

১১। Cathleen M. O. Connell & Jesebh. T. O. Connell (eds.) (2009). *Rabindranath Tagore: Reclaiming a Cultural Icon.* Visva-Bharati.

অযৌক্তিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিংবা বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক যে সকল দার্শনিক মতবাদ পাশ্চাত্যে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে অন্যতম হল অস্তিবাদ।

এই অস্তিবাদী দার্শনিকদের মধে অন্যতম হলেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫), কার্ল-ইয়েসপার্স (১৮৮৩-১৯৭১), গ্যাব্রিয়েল মার্সেল (১৮৮৯-১৯৭৫), ফ্রেডারিক নিটসে (১৮৪৪-১৯০০), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৯৬), জ্যাঁপল সাত্রে (১৯০৯-১৯৮০), হুসার্ল, ম্যালের্পা প্রমুখ। এই অস্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন কিয়ের্কেগার্ড, যিনি প্রথম প্রথাসিদ্ধ দার্শনিক ধ্যানধারনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। যদিও অস্তিবাদী দার্শনিকদের মত নানা ভাবধারায় বিভক্ত তবুও অস্তিবাদী মতবাদ পূর্ণতা দান করেন জ্যাঁপল সাত্রে। তাঁর স্বাধীন বা মুক্ত চিন্তা সমস্ত অস্তিবাদী ভাবধারাকে ছুঁয়ে গেছে।

এই অস্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্র দর্শনের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অল্প-স্বল্প মিল থাকলেও পারস্পারিক প্রভাবের কোনো সূত্র পাওয়া যায় না। কেননা মানব সত্ত্বার স্বাধীনতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় উপনিষদ জাত রবীন্দ্র চিন্তায় মানুষের দার্শনিক কেন্দ্রবিন্দু 'আনন্দ'। তাই রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বার স্বাধীনতাকে দেখেছেন আনন্দের আলোকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ----

"বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশ কে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব।
ভাব-বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন স্বরূপ না করে মুক্তি স্বরূপ করায় মুক্তি।
কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কার্যকে আনন্দ উদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি।"

কিন্তু সার্ত্রে মনে করেন এই মুক্তি মানুষ্য চেতনা, উৎকণ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা ও আতঙ্ক আনে। মানব জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে অস্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পার্থক্য রয়েছে। কবিগুরু কিন্তু মানুষকে অপ্রয়োজনীয় আবেগ মাত্র মনে করেননি। তিনি চেয়ে থেকেছেন অনাগত কালের মহামানবের দিকে। তিনি মানুষের জয় ঘোষণা করেছেন। পূর্ণ মানুষের রূপান্তরের মধ্যেই যে মানব প্রজন্মের সার্থকতা - এই বিশ্বাস তিনি বারবার ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্র দর্শনের এই মানবতাবাদী চরিত্রই সব দিকে গুরুত্ব লাভ করেছে পরবর্তী যুগে।

আবার রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তায় যাদের নাম আসে তারা হলেন স্বামী বীবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, কবির, ইকবাল, রাধাকৃষ্ণান প্রমুখ। রবীন্দ্র চিন্তার সঙ্গে সন্ন্যাসী স্বামী বীবেকানন্দের চিন্তার ব্যবধান ছিল নানা দিক থেকে। আবার শ্রী অরবিন্দের মানব থেকে রবীন্দ্রনাথের অতিমানবের যে রূপান্তর পদ্ধতি তাও 'Divine of Life' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে । মানুষের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের তত্ত্ব শ্রী অরবিন্দ রবীন্দ্র দর্শন থেকে লাভ করেছেন- একথাও বলা চলে না। তবে গান্ধীজী ও রাধাকৃষ্ণানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র দর্শনের প্রভাব যে কিছু কিছু ছিল

ঊনিশ শতকে বাংলার দর্শন চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব

মোঃ নাজিবুর রহমান

সারসংক্ষেপ: *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঊনিশ শতকের একজন বরেণ্য বাঙালী তথা ভারতীয় দার্শনিক। তিনি একজন বিখ্যাত কবি এবং তথাকথিত দার্শনিক না হলেও তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর দর্শন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও সংগীতের মধ্য দিয়ে। তিনি যে একজন মহান দার্শনিক তার হাজারও পরিচয় ও চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ১৯২৫ সালে ১৯ শে ডিসেম্বর কোলকাতায় প্রথম ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি করা হয় এবং কবি যে আধুনিক ভারতীয় দর্শনের একজন প্রতিনিধি- একথা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিকরা স্বীকার করে নিলেন। এই সময়ের দর্শন শাস্ত্রের তরুণ অধ্যাপক ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান কবির দর্শন বিষয়ে একটি বই লেখেন - "The Philosophy of Rabindranath Tagore" - এই বই প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই ভারতের দার্শনিক সমাজ স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, কবির একটা নিজস্ব দর্শন আছে। আর এই অধিকারের জন্যই কবিকে ওই সম্মেলনে সভাপতি করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে উপেক্ষিত, অজ্ঞাত ব্রাত্য জনতার ধর্মাদর্শের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। রবীন্দ্রনাথের আগে জনতার ধর্ম নিয়ে কেউ এভাবে আলোচনা করেননি। আলচ্য Paper এ দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে 'রবীন্দ্র দর্শন' ঊনিশ শতক তথা একবিংশ শতকে সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করেছে।*

মূল শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, দর্শন, ঊনিশ শতক, একবিংশ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঊনিশ শতকের একজন বরেণ্য বাঙালী তথা ভারতীয় দার্শনিক। তিনি একজন বিখ্যাত কবি এবং তথাকথিত দার্শনিক না হলেও তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর দর্শন ভাবনার পরিচয় পাওয়ে যায়। তাঁর লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও সংগীতের মধ্য দিয়ে। তিনি যে একজন মহান দার্শনিক তার হাজারও পরিচয় ও চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ১৯২৫ সালে ১৯ শে ডিসেম্বর কোলকাতায় প্রথম ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি করা হয় এবং কবি যে আধুনিক ভারতীয় দর্শনের একজন প্রতিনিধি- একথা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিকরা স্বীকার করে নিলেন। এই সময়ের দর্শন শাস্ত্রের তরুণ অধ্যাপক ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান কবির দর্শন বিষয়ে একটি বই লেখেন - "The Philosophy of Rabindranath Tagore" -এই বই প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই ভারতের দার্শনিক সমাজ স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, কবির একটা নিজস্ব দর্শন আছে। আর এই অধিকারের জন্যই কবিকে ওই সম্মেলনে সভাপতি করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার ভাষণে উপেক্ষিত, অজ্ঞাত ব্রাত্য জনতার ধর্মাদর্শের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। রবীন্দ্রনাথের আগে জনতার ধর্ম নিয়ে কেউ এভাবে আলোচনা করেননি।

দ্বাদশ অধ্যায়: নারী অবদমন ও নীতি — একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
সানিয়া ধর, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১১৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়: সমাজ ও আজকের নারী
পৃথা গাঙ্গুলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১২৭

চতুর্দশ অধ্যায়: বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ও রবীন্দ্র দর্শন
বরুণ কুমার শাসমল, পাঁচবেড়িয়া রামচন্দ্র স্মৃতি শিক্ষামন্দির ... পৃষ্ঠা ১৩৬

পঞ্চদশ অধ্যায়: উনিশ শতকে বাংলার দর্শন চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব
মোঃ নাজিবুর রহমান, সাগরদিঘী কামুদাকিঙ্কর স্মৃতি মহাবিদ্যালয় পৃ. ১৪৩

ষোড়শ অধ্যায়: বাঙালি সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও দর্শন
ধনঞ্জয় রায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৪৯

সপ্তদশ অধ্যায়: লালনদর্শনে মানুষের জয়গান
মুকুল মন্ডল, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ ..... পৃষ্ঠা ১৫৯

অষ্টাদশ অধ্যায়: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাকর্মী হিসাবে ভূমিকা
পায়েল গিরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৬৭

ঊনবিংশ অধ্যায়: শৌনক ও পিঙ্গলোক্ত বৈদিকচ্ছন্দসমূহের তুলনাত্মক পর্যালোচনা
অনুরিমা গুপ্ত, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৭৩

বিংশ অধ্যায়: স্বামী বিবেকানন্দের মতে ধর্ম
প্রিয়া চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৮৭

একবিংশ অধ্যায়: মহান ব্যক্তিত্ব শ্রীঅরবিন্দঃ প্রসঙ্গ জীবন দর্শন ও শিক্ষা দর্শন
শ্যামল খাঁ, মালিরধার জুনিয়র হাই স্কুল ..... পৃষ্ঠা ১৯৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়: পশুহত্যা কী নৈতিক : ইসলামী দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা
মোঃ সাদিদুল আলম, তিলকা মাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ২০২

Darshanik Vabona

Edited by

Supriya Samanta

Mandira Ghosh

Md Sadidul Alam

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২১

© কগনিশন্ পাবলিকেশনস্

প্রকাশক

অরেন্দ মহালদার

কগনিশন্ পাবলিকেশনস্ (Cognition Publications)

পশ্চিম সপ্তগ্রাম, বিশরপাড়া, বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১

http://cognitionpublications.com/

E.Mail: cognitionpublications@gmail.com

ফোন: +৯১ ৭০৪৪৭৭২৩৯২

মুদ্রক: এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদচিত্রঃ সাগর মজুমদার

ISBN : 978-93-86529-39-8

মূল্য: ৩৪৫ টাকা

"Rabindranath is essentially a poet and not a philosopher through it is possible for us to gather his philosophical views from his poetry"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের Philosophical views বা দার্শনিক ভিত্তি হল জগৎ ও জীবনের মধ্য দিয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। যেমন তিনি জড় ও আত্মা সম্পর্কে বলেন-

"আত্মায় ও জড়ে যে বাস্তবিক জাতিগত প্রভেদ আছে
তাহা নহে। এদের অবস্থানগত প্রভেদ আছে মাত্র। আলোকে
ও অন্ধকারে এতোই প্রভেদ যে মনে হয় উভয়ে বিরোধী পক্ষ।
কিন্তু বিজ্ঞান বলে আলোকের অপেক্ষাকৃত বিশ্রামই
অন্ধকার এবং অন্ধকারের অপেক্ষাকৃত উদ্যামই আলোক।
তেমনি আত্মার নিদ্রায় জড়ত্ব এবং জড়ের চেতনাই আত্মার প্রভাব।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ছিলেন, তার প্রমান তিনি তাঁর কবিতা, সাহিত্য, নাটক, ছোটো গল্প প্রভৃতিতে তুলে ধরেছেন। এইরকম তাঁর দর্শনের বিশিষ্ট স্তম্ভ হলো 'মন' সম্পর্কিত আলোচনা। ব্যাক্তি চৈতন্যের স্বরূপ নিয়ে দর্শনের আলোচনা অত্যান্ত সুপ্রাচীন। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ কত সহজে প্রবেশ করেছেন তার সরল শব্দ সম্পদের মধ্যদিয়ে, সে পরিচয় পাওয়া যায় 'আমার জগৎ' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেছেন ---

"আমার এক টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমরাই হতো তাহলে মনের সঙ্গে আমার কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগৎ ব্যাপি। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ রয়েছে বলেই তা খণ্ডিত নয়। সেই জন্যই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যবদ্ধতা রয়েছে। ..... অসীম সেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছে, সেইটা হলো মনের দিক। সেই দিকেই দেস-কাল, সেই দিকেই রূপ-রস-গন্ধ, সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তার প্রকাশ।"

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক পাশ্চাত্যের আধুনিক দর্শনে যে দুটি বিশেষ দার্শনিক গোষ্ঠর উদ্ভব হয়েছিল তাদের সঙ্গে রবীন্দ্র দর্শনের যে বিশেষ সম্পর্ক আছে একথা বলা যায় না। ১৯৩০ এর দর্শনকে 'Logical Positive' গ্রুপের উদ্ভব হয়। যারা ভিয়েনা সার্কেল নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর দার্শনিক সম্প্রদায় হলেন Wittgaistine, Karnap, Nairat প্রমুখ। এদের মতে দর্শনের কাজ ওই জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধি নয় ----- বরং ভাষায় পদের যুক্তি ভিত্তিক ব্যবহার। শব্দ বা পদ বিছিন্ন ভাবে অর্থহীন কিন্তু বাক্যের মধ্যে তার যথাযথ ব্যবহারই তার অর্থ বহন করে। তাই বাক্য গঠন ভঙ্গিমা অত্যান্ত জরুরি যা সমস্ত চিন্তাশক্তির মূল।

এই গোষ্ঠীর ওপর রবীন্দ্র দর্শনের প্রভাবের কথা বলা যেমন বাতুলতা তেমনি এদের কাছে থেকে রবীন্দ্র দর্শন কোনো ভাবে পুষ্টি লাভ করেছে। একথাও বলা

মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাঁর কাছে সত্য এক, তিনি এই সত্যকে 'ব্যক্তিগত ঈশ্বর' বা 'Personal God' রূপে চিহ্নিত করেছেন। ফলে তাঁকে 'ভাববাদী' কিংবা আধ্যাত্মিকবাদী দার্শনিক রূপে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও তাঁকে অদ্বৈতবাদী কিংবা ঈশ্বরবাদী রূপে চিহ্নিত করেছেন। এককথায় রবীন্দ্র দর্শন শঙ্করাচার্যের বেদান্ত দর্শন আর বৈষ্ণব দর্শনের মধ্যে দোলায়মান।

রবীন্দ্র দর্শনকে বিভিন্ন ব্যাক্তি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন- "রবীন্দ্র দর্শন হলো মূর্ত অদ্বৈতবাদ" বা 'Concrete Monism' এই দর্শনে অদ্বৈতবাদের মত সত্যকে এক বলা হয়েছে এবং এই দর্শনে 'মূর্ত' কারণ এই এক সত্য, কোনো বিমূর্ত তত্ত্ব নয় - যা বহু সত্যকে অস্বীকার করেছে। বরং এই দর্শন এক সত্য, মূর্ত সমগ্র - যা বহুকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেছেন -

"He (Tagore) gives us a human God dismisses with contempt the concept of world illusion, praises action over much and promises fullness of life to the human soul"

আবার অনেকে রবীন্দ্রনাথকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। কারন ছবি কখনই তাঁর বিশ্বাস ও উপলব্ধিকে যৌক্তিক কাঠামোর অপর দাঁড় করাতে চাননি বরং কবি তাঁর অন্তদৃষ্টির ওপরই গুরুত্ব আরপ করেছেন সর্বাধিক। এভাবে রবীন্দ্র দর্শনকে অনেকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন নানা জনে। তবে সকলের মিলিত দৃষ্টিতে রবীন্দ্র দর্শনের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।

কবি ও দার্শনিকের চলার পথ এক নয়। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য এক, আর সেই লক্ষ্য হল জীবনের উপলব্ধি। একজন দার্শনিক যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক, শব্দের জটিল বিশ্লেষণের পথ ধরে জীবনকে উপলব্ধি করেন। আর একজন কবি ছন্দ - উপমা- ব্যাঞ্জনার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের সাধনার পথে পূর্ণতা লাভ করেন। এই সাধনা কবির জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধি। শব্দের সঙ্গে ছন্দের মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে কাব্যিক ভাবার্থ সবার কাছে পৌঁছে দেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানব ধর্ম' গ্রন্থে নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি একজন কবি, দার্শনিক নন। কিন্তু তাঁর অনেক লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর দার্শনিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সঙ্গীত, নাটক, ছোটো গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি যে একজন মহান দার্শনিক তার হাজারও পরিচয় পাওয়া যায়। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান তার 'The Philosophy of Rabindranath Tagore' গ্রন্থে বলেছেন -